মিশন বার্তা

বর্ষ ৪২ ■ সংখ্যা ৪ ■ অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০২০

“আমার দেখা ব্যারিস্টার রফিক-উল হক”

আহ্ছানিয়া
মিশন বার্তা

বর্ষ ৪২ ❑ সংখ্যা ৪ ❑ অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০২০

খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.)
১৮৭৩-১৯৬৫
প্রতিষ্ঠাতা
ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন

সম্পাদক
কাজী রফিকুল আলম

নির্বাহী সম্পাদক
ড. এম. এহছানুর রহমান

সম্পাদনা পরিষদ
কাজী আলী রেজা
চিন্ময় মুৎসুদ্দী
অধ্যক্ষ ফাতেমা খাতুন

সহ-সম্পাদক
মো. সাইফুল ইসলাম

গ্রাফিক্স ডিজাইন
মো. আমিনুল হক

মূল্য
২৫ টাকা মাত্র

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের সুহৃদ, অকৃত্রিম বন্ধু এবং পৃষ্ঠপোষক ব্যারিস্টার রফিক-উল হক মিশন বার্তার এবারের প্রচ্ছদের মুখ। আমরা গভীর শোকাহত তিনি আমাদের মাঝে আর নেই। ২৪ অক্টোবর তিনি ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহে .... রাজেউন)। দেশের বিশিষ্ট এই আইনজীবী বাঙালি জাতিস্বত্ত্বার একজন নীরব পূজারী। ১৯৭০ সালে ভোট দিয়ে সমগ্র বাঙালি জাতির সাথে বঙ্গবন্ধুর হাতকে শক্তিশালী করেছেন। স্বাধীনতা সংগ্রামের সুদীর্ঘ সময়ের প্রতিটি মুহূর্তে তিনি দিন গুনেছেন- কবে বাংলাদেশ স্বাধীন হবে, বঙ্গবন্ধু মুক্ত হয়ে কবে স্বদেশে ফিরে আসবেন? তার চোখেমুখে এবং সকল সময়ের আলোচনায় ছিল সেই ব্যকুলতা ও উৎকণ্ঠা। বাইরে থেকে তাকে কঠোর মনে হলেও তার অন্তরটা অত্যন্ত স্নেহশীল, অত্যন্ত কোমল। কাউকে সাহায্য করতে পারলে তিনি যেনো জীবনের শ্রেষ্ঠ কাজ করার মতো আনন্দ লাভ করতেন।

স্বাধীনতার পর বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে গঠিত সরকারের বিভিন্ন আইন বিশেষ করে ব্যাংকিং সংক্রান্ত আইন প্রণয়নে তিনি সরকারকে সহযোগিতা করেছেন। শুধু বঙ্গবন্ধুর সরকারই নয়, যখন যে সরকার তার সাহায্য চেয়েছে দেশের জন্যে তখনই তিনি সে সরকারকে বিনা পারিশ্রমিকে সহযোগিতা করেছেন। সে কারণে বঙ্গবন্ধু তাঁকে অত্যন্ত ভালবাসতেন, স্নেহ করতেন। আইনজীবী হিসেবে কোনো রাজনৈতিক মতপার্থক্য তাকে দূরে সরিয়ে দিতে পারেনি। সেজন্য তিনি নেতা/নেত্রী সকলের কাছে ছিলেন সমানভাবে প্রিয়। দুই নেত্রীর আইনজীবী হলেও কোনো দলের হয়ে রাজনীতি করেননি। তাঁর অবস্থান ছিল 'আমি দুই নেত্রীর আইনজীবী হতে পারি, আমি কোনো পার্টিতে বিলং করি না।' তাঁর অবস্থান দেখে মনে হতো, আসলে জাতির এমন কয়েকজন নাগরিক থাকা দরকার, যাঁরা সংকটে, দুঃসময়ে কথা বলবেন। কারও ভুল হলে পরামর্শ দেবেন, প্রয়োজনে শক্ত অবস্থান নেবেন। রফিক-উল হকের পর এমন চেহারা কি আর দেখতে পাব, এমন হৃদয়বান মানুষের সংস্পর্শে কি আমার আসতে পারব–এমন প্রশ্নের জবাব খুঁজে পাই না।

আমরা রফিক-উল হকের আত্মার মাগফেরাত কামনা করছি।

নিয়মিত বিভাগের পাশাপাশি করোনাকালের সংকটেও মিশনের কর্মতৎপরতার নানা দিক তুলে ধরা হয়েছে একাধিক প্রকল্প নিয়ে চলমান অর্থনৈতিক উন্নয়ন সেক্টর এবং শিক্ষা সেক্টরের নতুন প্রকল্পসমূহ শীর্ষক দুটি প্রতিবেদনে।

আপনাদের কাছে আমাদের অনুরোধ করোনার টিকা নিন এবং স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলুন। আমরা আশা করি ২০২১ শেষ হওয়ার আগেই আমরা করোনামুক্ত হতে পারবো।

সূচিপত্র

প্রচ্ছদ কাহিনী ৫-৯
আমার দেখা ব্যারিস্টার রফিক-উল হক
লিখেছেন কাজী রফিকুল আলম

১০-১১
হোম ফর হোপ : গার্লস ইমার্জেন্সি নাইট শেল্টার
উদ্বোধন করা হয়েছে

মিশন প্রতিষ্ঠাতার দর্শন ৩-৪
প্রতিবেদন ১০-১৯
স্বাস্থ্য ২১-২৮

১৫
দুস্থ ও এতিম বাচ্চাদের মাঝে কম্বল বিতরণ
করা হয় ডিসেম্বর ২০২০ মাসে

২০
'কাজী রফিকুল আলম ও উন্নয়ন
অগ্রযাত্রায় ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন'
বইয়ের প্রকাশনা অনুষ্ঠান

২১
হেনা আহমেদ শান্তি নিবাসে প্রবীণ দিবস
উদযাপন করা হয়েছে সকলের অংশগ্রহণে

২২
ভিটামিন-এ প্লাস ক্যাম্পেইন চলছে স্বাস্থ্য
সেক্টরের মাধ্যমে

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন
বাড়ি-১৯, সড়ক-১২, ধানমন্ডি আবাসিক এলাকা, ঢাকা-১২০৯
থেকে কাজী রফিকুল আলম কর্তৃক প্রকাশিত এবং
আমাদের বাংলা প্রেস, ৩২/১, আজিমপুর রোড, ঢাকা- ১২০৫ থেকে মুদ্রিত।

ফোন : ৫৮১৫৫৮৬৯, ৯১২৭৯৪৩, ৯১২৩৪০২, ৯১২৩৪২০
ফ্যাক্স : (৮৮০-২) ৮১৪৩৭০৬, ৯১৪৪০৩০
ই-মেইল : dambgd@ahsaniamission.org.bd
ওয়েবসাইট : www.ahsaniamission.org.bd

খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (রঃ) শিক্ষাদর্শন - ২

শিক্ষা-শিখনে সুশাসন

শাসনসংরক্ষণ শিক্ষকের পক্ষে অতি কঠিন কার্য্য। ইহাতে কৌশল ও ধৈর্য্যের আবশ্যক। ছাত্রদিগকে এরূপভাবে চালিত করিতে হইবে যে, উহারা প্রফুল্লচিত্তে শিক্ষকের আজ্ঞা পালন করে। কেবল বিদ্যা থাকিলে ছাত্রদিগকে বশীভূত করা যায় না।

শিক্ষক কেবল সুশিক্ষিত ও সুব্যবস্থাপক হইলে চলিবে না, তিনি সুশাসকও হইবেন। সুশাসন গুণে ছাত্রগণ নিয়মানুবর্ত্তী, মনোযোগী ও কর্ত্তব্যপরায়ণ হয় এবং বিদ্যালয়ের বিধান ও শৃঙ্খলা সাধিত হয়। সুশাসন অভাবে শিক্ষাদান কার্য্য সুকঠিন হইয়া উঠে। শিক্ষক সুশিক্ষিত, সুব্যবস্থাপক ও সুশাসক হইতে না পরিলে কখনও প্রতিষ্ঠালাভ করিতে পারেন না। সদাচার অর্জ্জন ও কদাচার বর্জ্জন সুশাসনের উদ্দেশ্য। সুশাসন চরিত্র গঠনে সহায়তা করে ও বিশৃঙ্খলা, অনবধানতা ও অলসতা দূর করে। শিক্ষার জন্য শাসন অত্যাবশ্যক। শিক্ষক সুশাসক না হইলে শিক্ষক পদবাচ্য হইতে পারেন না। যে বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ চঞ্চল, অবাধ্য ও অমনোযোগী, সে বিদ্যালয়ের উন্নতি অসম্ভব। সুশাসন কেবল পুরস্কার ও দণ্ডবিধানের মুখাপেক্ষী নহে। ছাত্রদিগকে সদাচরণ ও আত্মসংযম শিক্ষা দিতে শিক্ষকের সর্ব্বদা লক্ষ্য থাকিবে। ছাত্রকে আত্মশাসনে সক্ষম করাই শাসনের প্রধান উদ্দেশ্য। মনুষ্যত্বলাভের ইহাই প্রকৃষ্ট উপায়। শিক্ষকের চরিত্রের উপর তাঁহার কৃতকার্য্যতা অনেকাংশে নির্ভর করে। ছাত্রদিগকে কখনও কয়েদীর ন্যায় ব্যবহার করা যাইবে না। বালকগণ স্বভাবতঃই চঞ্চল ও ক্রীড়াপ্রিয়। এ জন্য তীব্র শাসন অনুপাদেয়। তাহাদের কাজকর্ম্মে, কথাবার্ত্তায় সর্ব্বদা কিছু স্বাধীনতা দিতে হইবে। অন্যথা শিক্ষা বালকগণের পক্ষে কষ্টসাধ্য হইয়া পড়িবে।

শাসনসংরক্ষণ শিক্ষকের পক্ষে অতি কঠিন কার্য্য। ইহাতে কৌশল ও ধৈর্য্যের আবশ্যক। ছাত্রদিগকে এরূপভাবে চালিত করিতে হইবে যে, উহারা প্রফুল্লচিত্তে শিক্ষকের আজ্ঞা পালন করে। কেবল বিদ্যা থাকিলে ছাত্রদিগকে বশীভূত করা যায় না। শিক্ষকের দৃষ্টান্ত ছাত্রগণের অনুসরণীয় হওয়া আবশ্যক। তিনি সর্ব্বদা প্রফুল্ল থাকিবেন ও ছাত্রদিগকেও প্রফুল্লচিত্ত রাখিবেন। প্রত্যেক ছাত্রের উপর তাঁহার সমভাবে দয়া ও সহানুভূতি থাকিবে বটে, কিন্তু তিনি স্বীয় আত্মসম্মান ও প্রভুত্ব কখনও বিস্মৃত হইবেন না। যে শিক্ষক ছাত্রদিগের শ্রদ্ধার পাত্র হইতে পারেন, তিনিই কৃতকার্য্যতা লাভ করিতে পারেন। কোন ছাত্র কোন দোষ করিলে এরূপভাবে অসন্তোষ প্রকাশ করিতে হইবে, যেন ছাত্রটি লজ্জাবোধ করে। শিক্ষকের দয়া হইতে বঞ্চিত না হয়, সেজন্য ছাত্র সর্বদা সযত্ন থাকে। অপর পক্ষে ভাল কাজের জন্য সন্তোষভাব প্রকাশ করিলে ছাত্র সুখী বোধ করে। অনেক শিক্ষক কেবল দৃষ্টি পরিচালনা দ্বারা শাসনসংরক্ষণ করেন। শিক্ষকের চক্ষু সর্ব্বদা সর্ব্বত্র বিদ্যমান থাকিবে। কোন ছাত্র কোন দোষ করিলে তৎক্ষণাৎ শিক্ষকের দৃষ্টি তাহার উপর পড়িবে। ভ্রূভঙ্গি দ্বারা সন্তোষ বা অসন্তোষ ভাব প্রকাশ করিতে হইবে। শ্রেণী বৃহৎ হইলে কেবল চক্ষু দ্বারা শাসনকার্য্য সুসম্পন্ন হয় না। শিক্ষককে স্বরের সাহায্য গ্রহণ করিতে হয়। যখন ছাত্রগণ অমনোযোগী হইয়া পড়ে, কিংবা মনে করে তাহাদের উপর শিক্ষকের দৃষ্টি পড়িতেছে না, তখন শিক্ষককে আদেশ দেওয়ার আবশ্যক হইয়া পড়ে। সন্দিহান চিত্তে কোন আদেশ প্রদান করা উচিত নহে। শিক্ষকের আদেশ সরল ও সকলের বোধগম্য হওয়া আবশ্যক। দ্বিরুক্তি আবশ্যক না হয়, তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিতে হইবে। বারংবার চীৎকার করিলে আদেশ পালিত না হইবারই আশঙ্কা। কোন আদেশ দিলে যে পর্য্যন্ত উহা প্রতিপালিত না হয়, সে পর্য্যন্ত দ্বিতীয় আদেশ দেওয়া নিষিদ্ধ। বিনা কারণে শিক্ষকের কোন বাক্যব্যয় করা উচিত নহে। আদেশ যতই অল্প দেওয়া আবশ্যক হয়, শাসন ক্ষমতার ততই পরিচয় পাওয়া যায়।

যে সমস্ত বালক স্বভাবতঃ দুষ্ট, তাহাদের জন্য শাস্তি আবশ্যক। সুশাসন রক্ষার জন্য সর্ব্বত্রই দণ্ডবিধানের প্রয়োজন হইয়া থাকে। কোন সময়ে বালকগণকে সুকার্য্যে প্রণোদিত করিবার জন্য পুরস্কার ও কুকার্য্য হইতে বিরত করিবার জন্য শাস্তিবিধান আবশ্যক হইয়া পড়ে। জগতের অধিকাংশ লোকের পক্ষে পুরস্কার পুণ্যের প্রবর্ত্তক ও দণ্ড পাপের নিবর্ত্তক। ভাবী পুরস্কারের আশায় কেহ বা সৎকার্য্যে প্রণোদিত হয় ও ভাবী দণ্ডের ভয়ে কেহ বা অসৎকার্য্য হইতে বিরত হয়। পুরস্কার সুখদায়ক ও দণ্ড কষ্টদায়ক। সুখে আশার ও কষ্টে ভয়ের উদ্রেক করে। পুরস্কার আত্মপ্রসাদ ও দণ্ডে অবমাননা জন্মে। প্রসন্নতা বা অবমাননা না জন্মিলে, পুরস্কার বা শাস্তি কার্য্যকরী হয় না। ইহাদের কার্য্যকরী হওয়া বা না হওয়া শিক্ষকের চরিত্রের উপর অনেক পরিমাণে নির্ভর করে। কোন কোন শিক্ষকের ঈষৎ হাস্য পর্য্যাপ্ত পুরস্কার হইতেও অধিকতর আনন্দদায়ক হয়, আবার

কোন শিক্ষকের তিরস্কার বেত্রাঘাত হইতেও অধিকতর কষ্টদায়ক হয়। ঘন ঘন পুরস্কার বা দণ্ড কার্য্যকর হয় না। প্রশংসাবাদ পাত্র বিশেষে না পড়িলে উহার জন্য বিশেষ আকাঙ্ক্ষা জন্মে না। শাস্তি প্রদানের জন্য ভ্রূকুটি বা তিরস্কারই যথেষ্ট।

শারীরিক দণ্ড- শারীরিক শাস্তি সাধারণতঃ পরিহার্য্য। চরিত্রগত কোন দোষ, অত্যধিক ধৃষ্টতা কিংবা একগুঁয়েমির জন্য শারীরিক দণ্ডবিধানের নিয়ম আছে। প্রধান শিক্ষকই কেবল এই শাস্তি প্রয়োগ করিতে পারেন। হঠাৎ ক্রোধ পরবশ হইয়া এই শাস্তি প্রয়োগ করা নিষিদ্ধ। স্কুলের জন্য ইহা গুরুতর শাস্তি। অন্য কোন শাস্তি দ্বারা ছাত্রকে দোষ হইতে নিবর্ত্তিত করিতে না পারিলে কিংবা করিবার আশঙ্কা থাকিলে এই শাস্তির আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে। তবে সাবধান হইবে যে দণ্ডদাতা আইন অনুসারে দোষী না হয়। অভিভাবক স্বরূপ শিক্ষক ছাত্রের হিতের জন্য পরিমিত শাস্তি প্রদান করিতে পারেন, কিন্তু রোষপরবশ হইয়া যদি এরূপ কোন দণ্ড দেন, যাহাতে ছাত্রের অঙ্গের হানি হয় কিংবা তাহার সহ্য করিবার শক্তি অতিক্রম করে, তবে শাস্তি আইনবিরুদ্ধ হইবে।

মস্তক যে উত্তমাঙ্গ তাহা সর্ব্বদা মনে করিতে হইবে। বিজ্ঞান অনুসারেও মস্তকে প্রহার নিষিদ্ধ। কানমলা কিম্বা চুলটানা অনুচিত। এতদ্ভিন্ন শিক্ষকগণ যে সমস্ত শারীরিক শাস্তির বিধান করিয়া থাকেন, সেগুলিও বর্জ্জনীয়। রুল দিয়া মারা, চিমটি কাটা, চড় মারা, হাঁটুর উপর বসান, হাতে ইট চাপান, টেবিলের নীচে মাথা দেওয়াইয়া দাঁড় করিয়া রাখা প্রভৃতি নিষ্ঠুরতার পরিচায়ক। বেতের ব্যবহার কদাচিৎ আবশ্যক হইবে। অতি গুরুতর অপরাধে প্রধান শিক্ষক ব্যতীত অন্য কেহ বেত মারিতে পারিবে না। বেত মারিবার পূর্ব্বে উল্লেখিত সাবধানতা অবলম্বন করিতে হইবে। শিক্ষক বাক্যাড়ম্বর-প্রিয় হইবে না এবং অযথা ছাত্রদিগকে ভয় প্রদর্শন করিবেন না, যেহেতু এগুলি দুর্ব্বলতার চিহ্ন। সুশাসক ছাত্রদিগকে সর্ব্বদা কার্য্যে ব্যাপৃত রাখেন ও কখনও বিশৃঙ্খলতার অবসর দেন না; ছাত্রদের কোন ত্রুটি দেখিলে তৎক্ষণাৎ তাহার সংশোধন করেন। শিক্ষক কলহ-প্রিয় বা চঞ্চল হইবেন না। সর্ব্বদা ছাত্রদের কার্য্যে হস্তক্ষেপ করা তাঁহার পক্ষে সঙ্গত নহে। ইহাতে শিক্ষকের প্রতি ছাত্রদের শ্রদ্ধার হ্রাস হয়। শিক্ষক ও ছাত্রের মধ্যে সহানুভূতি না থাকিলে অযথা কঠোরতা সুফলপ্রদ হয় না। আবার কখনো কঠোরতা, কখনো শিথিলতা প্রদর্শন করিলে শিক্ষক কৃতিত্বলাভ করিতে পারিবেন না।

শিক্ষক মহাশয় মনে করিবেন না যে, শাস্তি প্রদানের পর তাঁহার কার্য্য সমাপ্ত হইল। শাস্তিদানের উদ্দেশ্য সফল হইতেছে কি না, শিক্ষক মহাশয় তাহা প্রকাশ্যে বা গোপনে বা অভিভাবকদের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া জানিতে চেষ্টা করিবেন।

শিক্ষক তিরস্কার-প্রিয় বা ছিদ্রান্বেষণকারী হইবেন না। যে সমস্ত প্রতিকার আছে, সর্ব্বদা প্রয়োগ করিতে থাকিলে সবই নিষ্ফল হয়। তিরস্কার করিলে যদি জ্ঞানের উদ্রেক হয় তবেই ভাল। ধৈর্য্যচ্যুত কিংবা ক্রোধপরবশ হইয়া তিরস্কার করিলে ফল অশুভজনক হয়। কোন ছাত্রকে এরূপে তিরস্কার করিতে হইবে যে, শিক্ষকের সহিত অপর ছাত্রেরা একমত হইতে পারে এবং ছাত্রটি স্বীয় ত্রুটি ভালরূপে অনুভব করিতে পারে। ইহাতে সে দুঃখিত ও লজ্জিত হইবে এবং ভবিষ্যতে সাবধানতা অবলম্বন করিবে। কেবল চীৎকার করিলেই সুশাসন রক্ষিত হয় না।

অযথা কোন ছাত্রের মনে কষ্ট দেওয়া উচিত নহে। কুবাক্য কিংবা বিদ্রূপ সর্ব্বদা পরিত্যাজ্য। ইহাতে শিক্ষকের সম্মানের হানি হয়। শিক্ষক কোন অন্যায় আচরণ করিলে তৎক্ষণাৎ তাহা স্বীকার করিবেন। ইহাতে তাঁহার পদের গৌরব কমিবে না, বরং তাঁহার ন্যায়পরায়ণতায় ছাত্রগণ মুগ্ধ হইয়া তাঁহার প্রতি আরও শ্রদ্ধা ও ভক্তি প্রদর্শন করিবে।

ছাত্রদিগকে সাবধান বা তিরস্কার করিলে যদি সুফল না হয়। তাহা হইলেই শাস্তির প্রয়োজন হয়। যে পর্য্যন্ত ছাত্র স্কুলে থাকিবে, সে পর্য্যন্ত তাহাকে শিক্ষকের আদেশ পালন করিলেই হইবে। ছাত্র একান্ত অবাধ্য হইলে স্কুল হইতে তাহাকে তাড়াইয়া দেওয়াই শ্রেয়ঃ। দোষের গুরুত্ব অনুসারে কখন কখন স্কুলের সকল ছাত্রের সমক্ষে শারীরিক দণ্ডের ব্যবস্থা করা হয়। ইহাতে অত্যাধিক গ্লানি জন্মে ও বালকগণ দোষ হইতে বিরত থাকে। গুরুতর দোষ ব্যতীত সর্ব্বসমক্ষে শাস্তি প্রদান অবিধেয়। বালকদিগের লজ্জা ভাব একবার চলিয়া গেলে কোন শাস্তি কার্য্যকরী হইবে না। বালকদিগের চরিত্র কলুষিত হইতে দেখিলে গোপনে সাবধান করিয়া দেওয়াই যুক্তিযুক্ত।

কষ্ট দেওয়াই শাস্তির উদ্দেশ্য হইবে না। যদি শাস্তিতে ছাত্রের লজ্জা না জন্মে তবে উহা নিরর্থক। যে কার্য্য শিক্ষক দুষণীয় মনে করেন, কেবল তাহারই জন্য তাহাকে শাস্তি প্রদান করা উচিত। অজ্ঞানতা বা ভ্রমবশতঃ হঠাৎ কোন ত্রুটি করিলে তাহা মার্জ্জনীয় হইবে। গত দুষ্কৃতির জন্য শাস্তিবিধান করা হয় না। ভবিষ্যতে পুনঃত্রুটি না ঘটে, এইজন্য শাস্তির প্রয়োজন। শাস্তি দিবার পূর্ব্বে ছাত্রের বক্তব্য শুনিয়া লওয়া উচিত। ছাত্র শিক্ষককে ন্যায়পরায়ণ না দেখিলে কুকার্য্যের প্রতি তাহার ঘৃণা জন্মিবে না ও আপনাকে সংশোধন করিতে অগ্রসর হইবে না। ঘৃণার উদ্রেক করিতে না পারিলে শাস্তিবিধান নিরর্থক হইয়া পড়ে। অনেক সময়ে দেখা যায় যে, শিক্ষক যতই শাস্তি দিতে থাকেন ছাত্রেরা ততই গোলমাল করিতে থাকে। কেবল পুরস্কার ও শাস্তির উপর সুশাসন নির্ভর করে না। অনেকেই পুরস্কারকে উৎকোচবোধক ও শাস্তিকে তাহার অভাববোধক মনে করেন। সুশাসনের জন্য ছাত্রদিগের মনে শিক্ষকের সন্তুষ্টিলাভের আকাঙ্ক্ষা জন্মাইতে হইবে। পুরস্কারলাভের ইচ্ছা বা শাস্তির ভয় নিকৃষ্টতর প্রবৃত্তি; এই প্রবৃত্তিকে পুষ্ট না করিয়া সৎকার্য্যের জন্য স্বাভাবিক স্পৃহাকে প্রণোদিত করাই সুশাসকের কর্ত্তব্য।

শারীরিক দণ্ড- শারীরিক শাস্তি সাধারণতঃ পরিহার্য্য। চরিত্রগত কোন দোষ, অত্যধিক ধৃষ্টতা কিংবা একগুঁয়েমির জন্য শারীরিক দণ্ডবিধানের নিয়ম আছে। প্রধান শিক্ষকই কেবল এই শাস্তি প্রয়োগ করিতে পারেন। হঠাৎ ক্রোধ পরবশ হইয়া এই শাস্তি প্রয়োগ করা নিষিদ্ধ।

খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা স্বর্ণপদক ২০১৭ প্রদান অনুষ্ঠানে ক্রেস্ট ও স্বর্ণপদকপ্রাপ্ত ব্যক্তিত্ব ব্যারিস্টার রফিক-উল হক

আমার দেখা ব্যারিস্টার রফিক-উল হক

কাজী রফিকুল আলম

১৯৫৮ সালের দিকে ব্যারিস্টার রফিক-উল হকের সাথে আমার প্রথম দেখা আমার ছোট খালু মরহুম হাবীবুর রহমানের (হাটখোলায় তৎকালীন প্যারামাউন্ট প্রেসের মালিক) বাসায়। তখন আমি সবেমাত্র প্রাথমিক বিদ্যালয়ের গণ্ডি পার হয়েছি। এই প্যারামাউন্ট প্রেস থেকেই তখন প্রকাশ হতো তৎকালীন বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া সম্পাদিত দৈনিক ইত্তেফাক। রফিক ভাই তখন কলকাতা থেকে এম.এ ও এল.এল. বি পাস করার পর কলকাতা হাইকোর্টে কেবল ওকালতিতে Article Clerk হিসেবে ঢুকেছেন। এর কিছুদিন পর অর্থাৎ ১৯৬০ সালে আমার খালাত বোন ফরিদা রহমানের (বর্তমানে ড. ফরিদা হক) সাথে তাঁর বিয়ে হয়। ফরিদা আপার অপূর্ব সৌন্দর্যের কারণে হয়তো আমরা তাকে ছোটবেলা থেকেই 'রাঙা আপা' বলে ডাকি। আমার খালু জনাব হাবীবুর রহমান ভারত বিভাগের আগে কলকাতায় একজন বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ছিলেন। তারা থ াকতেন পার্কসার্কাস এলাকায়। ব্যবসা ছিলো শ্যামবাজারে। ছিলো দেশলাই ফ্যাক্টরি আর বিশাল বিশাল পাইকারী মালামালের আড়ত। ভারত বিভাগের পর আমার খালা-খালু তাদের সম্পত্তি বদল (exchange) করে ৯নং হাটখোলাতে চলে আসেন। সাথে তাঁরা ৪৭ পুরানা পল্টনের বর্তমান বাড়ি ও জমি পান, যার একাংশে নির্মিত হয়েছে রফিক ভাইয়ের বর্তমান চেম্বার ও আবাসস্থল। পুরানা পল্টনের এই বাড়িটি ছিলো প্রখ্যাত সাহিত্যিক বুদ্ধদেব বসুর মামার। যাহোক, দেশ বিভাগের কারণে আমার খালুকে হারাতে হয় কলকাতায় তার বিশাল ব্যবসা এবং অফুরন্ত স্থাবর ও অস্থাবর সম্পদ। যার বিনিময়ে তিনি তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে সামান্য সম্পদ লাভ করেন।

ছোটবেলার স্মৃতিতে আমার মনে পড়ে লন্ডনে ব্যারিস্টারি পড়তে যাওয়ার আগে ঢাকাতে রফিক ভাইয়ের সাথে রাঙ্গা আপার বিয়ে হয়। আমার ব্যবসায়ী খালু বিশাল আয়োজন করেন তাদের বিয়েতে। অসংখ্য মেহমানকে দাওয়াত দেয়া হয়েছিলো। বিয়ের প্যান্ডেল অত্যন্ত সুন্দরভাবে সাজানো হয়েছিলো। সুসজ্জিত প্যান্ডেলে আলোর দৌড় ছিল দেখার মতো। এ বিয়েতে মানিক মিয়াসহ অসংখ্য বিশিষ্ট মেহমান উপস্থিত ছিলেন।

বিয়ের পর রফিক ভাই চলে গেলেন লন্ডনে ব্যারিস্টারি পড়ার জন্যে ১৯৬০ সালে। দু'বছর পর ১৯৬২ সালে লিন্কন্স-ইন্স থেকে ব্যারিস্টার হয়ে তিনি ঢাকাতে ফিরে এলেন এবং ঢাকা হাইকোর্টে ওকালতি শুরু করলেন। সিনিয়র হিসেবে তিনি পেলেন তৎকালীন বিখ্যাত আইনজীবী ব্যারিস্টার আসরার হোসেনকে।

১৯৬২ সালেই আমাকে আমার পরিবারের সাথে পিতার বদলিজনিত কারণে ঢাকা ত্যাগ করতে হয়। ১৯৬৫ সালে দৌলতপুর বি.এল কলেজ থেকে মাধ্যমিক পর্যায়ে পড়া অবস্থায়

ঢাকার ক্যান্টনমেন্টে UOTC (University Officers Training Corps)-এর বার্ষিক ক্যাম্পিং-এ যোগদান করার সুবাদে পুরানা পল্টনে খালার বাসায় গেলে রফিক ভাইয়ের সাথে আবার আমার দেখা হয়। তখন তিনি কেবলমাত্র একজন উদীয়মান ব্যারিস্টার। পরিচিতি কেবল চারদিকে ছড়িয়ে পড়তে শুরু করেছে।

১৯৬৯ সালে আমি যশোর মাইকেল মধুসুদন কলেজ থেকে স্নাতক পাস করে উচ্চশিক্ষার জন্যে ঢাকাতে খালার কাছে চলে আসি। রফিক ভাই আমাকে এবং আমার খালাত ভাই আমিনুর রহমানকে (তার শ্যালক) ল' পড়ার জন্যে উদ্বুদ্ধ করলেন এবং উভয়কে সেগুনবাগিচাস্থ সেন্ট্রাল ল' কলেজে ভর্তি করে দিলেন। প্রতিদিন সন্ধ্যায় চা-এর টেবিলে বসে রফিক ভাই আমাদের সেদিনের ক্লাসে কি পড়ানো হয়েছে তার খোঁজখবর নিতেন এবং আমাদের কিছু কিছু বিষয় বুঝিয়ে দিতেন। ১৯৭২ সালে আমি রফিক ভাইয়ের নির্দেশনামতো পড়াশুনা করে 'ল' পাস করে ঢাকা জেলা বারে enrolled হই।

১৯৬৯ সালে যখন আমি ঢাকাতে আসি রফিক ভাইয়ের জমজমাট প্রাকটিস তখন। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে তিনি লিগ্যাল এডভাইজার। ঢাকাতে আসার পরপরই তিনি আমাকে তার কাজে ঢুকিয়ে দিলেন। তিনি ছিলেন পাকিস্তান শিল্প ব্যাংকের লিগ্যাল এডভাইজার। উল্লেখ্য, একমাত্র পাকিস্তান শিল্প ব্যাংকের হেড অফিস তখন ঢাকাতে ছিলো। এই শিল্প ব্যাংকের লিগ্যাল এডভাইজারের কক্ষে আমাকে বসিয়ে দিলেন। প্রতিদিন অসংখ্য নথি মতামতের জন্যে লিগ্যাল এডভাইজারের কক্ষে আসতো। দিনের নির্দিষ্ট সময়ে তিনি ব্যাংকে আসতেন। সে সময় তার কাছ থেকে প্রতিটি নথিতে মতামত নিয়ে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার কাছে নথি পৌঁছানো ছিলো আমার দায়িত্ব। প্রতিটি নথিতে সুস্পষ্ট মতামত ও দিকনির্দেশনা প্রদানের কারণে, আমি দেখেছি, রফিক ভাইয়ের কাছে উক্ত ব্যাংকের এম.ডি থেকে শুরু করে সকল স্তরের কর্মকর্তারা কিভাবে কৃতজ্ঞ থাকতেন। এর বাইরেও অনেক সিনিয়র কর্মকর্তা প্রায়ই সন্ধ্যায় তাঁর চেম্বারে চলে আসতেন এবং দিকনির্দেশনা নিয়ে যেতেন।

১৯৬৯ সাল থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত খালার বাসায় থাকার সুবাদে রফিক ভাইয়ের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে উঠা-বসার সুযোগ আমার হয়েছিলো। ১৯৭২ সালে ল' পাস করার পর তার চেম্বারে লিগ্যাল ড্রাফট করার দায়িত্ব তিনি আমাকে দিলেন। হক এন্ড কোম্পানীতে চেম্বার প্র্যাকটিস আমি করেছি ১৯৭৮ সাল পর্যন্ত। ১৯৭৩ সালে আমি চাকরিতে যোগ দেওয়ার কারণে কোর্টে যাওয়া আমার পক্ষে সম্ভব ছিলো না। তার ব্যক্তিগত সুপারিশে আমি তৎকালীন চা শিল্প ব্যবস্থাপনা কমিটিতে সহকারী প্রশাসনিক কর্মকর্তা হিসেবে যোগদান করি। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য, রফিক ভাইয়ের সুপারিশে কতো বেকার যুবক-যুবতীর যে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে চাকরিতে ঢুকেছে তার পরিসংখ্যান দেওয়া হয়তো সম্ভব হবে না। তার বিরাট ব্যক্তিত্ব, পাণ্ডিত্য এবং বিভিন্ন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের সাথে ব্যক্তিগত সম্পর্ক ও যোগাযোগের কারণে তিনি যখন যাকে যা সুপারিশ করেন তা তাৎক্ষণিকভাবেই বাস্তবায়িত হয়েছে।

সহকর্মীদের সাথে কর্মস্থলে ব্যারিস্টার রফিক-উল হক

যাহোক তৎকালীন সময়ে এই চেম্বারে যাদের সাথে কাজ করার সুযোগ আমি পেয়েছি তাদের মধ্যে রয়েছেন বিচারপতি তোফাজ্জল ইসলাম, বিচারপতি ফজলুল হক, ব্যারিস্টার আমিনুল হক, এ্যাডভোকেট এনায়েত হোসেন খান, এ্যাডভোকেট কামরুল হুদা প্রমুখ।

জীবনের প্রথম পর্যায়ে রফিক ভাইয়ের কাছে কাজ শেখার সুযোগ আমি পেয়েছি। পরিশ্রম ও দায়িত্ববোধ কাকে বলে তাও আমি জেনেছি। কোনো মক্কেলের কেস হাতে নিলে সে কেস তৈরির জন্যে যে পরিশ্রম তিনি করে থাকেন তা অকল্পনীয়। কেস শুনানির সময় কেস-এর অনুকূলে যুক্তিতর্ক তুলে ধরার জন্যে গাদা গাদা রেফারেন্স সংগ্রহের জন্যে রাত জেগে কঠোর পরিশ্রম করা ছিল তার দৈনিক কর্মসূচির স্বাভাবিক ঘটনা। সকাল ৬-০০টায় তার দিন শুরু হয়ে যায়। প্রতি দিন রাত ১২-০০টা পর্যন্ত তাকে কঠোর পরিশ্রম করতে হয়। জীবনে উন্নতি করতে গেলে যে ধরনের পরিশ্রম ও গুণাবলীর প্রয়োজন হয়, তার সবকিছু রফিক ভাইয়ের মধ্যে পাওয়া যায় । সে জন্যেই তিনি সার্থক জীবন লাভ করে সমাজে সর্বোচ্চ পর্যায়ের সম্মান লাভ করতে সক্ষম হন। তার জীবন থেকে শিক্ষা নিয়ে, সে অভিজ্ঞতা দিয়ে আমার নিজের কাজে পরিশ্রম, দায়িত্ববোধ ও মূল্যবোধ কাজে লাগিয়ে সুদূরপ্রসারী ফল আমিও পেয়েছি। তরুণ আইনজীবীদের তাদের জীবনের সফলতার জন্যে ব্যারিস্টার রফিক-উল হকের আদর্শ অনুসরণের জন্যে আমি আহ্বান জানাবো।

ড্রাফটিং-এর কাজ রফিক ভাই হাতে ধরে শিখিয়েছেন। তার সকল জুনিয়রকেই তিনি এভাবে কাজ শিখিয়েছেন। তবে তার নির্দেশমত কাজ না করতে পারলে বকাঝকা-ও তিনি করতেন। ফলে সকল জুনিয়রই বকা খাওয়ার ভয়ে সব সময় তটস্থ থাকতো। তাতে করে একদিকে যেমন কাজে যেনো ভুল না হয় সে বিষয়ে সকলে সতর্ক থাকতেন, অন্যদিকে সকলে প্রতিটি কাজে দায়িত্ববোধের পরিচয়

দিতেন। এতে কারে তার কাছ থেকে কাজ শিখে তার সকল জুনিয়রই আইনজ্ঞ হিসেবে তাদের জীবনে সফলতার সাথে সমাজে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন।

খালার বাসায় থাকার সুবাদে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে ১৯৭০ সালের গণআন্দোলন ও নির্বাচন, ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা পূর্ববর্তী আন্দোলন, মার্চ মাসে গণজোয়ার, স্বাধীনতা আন্দোলন ও স্বাধীনতা পরবর্তী বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন ইত্যাদি বিভিন্ন জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ সময়ে আমি রফিক ভাইয়ের সাথে ছিলাম। তিনি বাঙালি জাতিস্বত্ত্বার একজন নীরব পূজারী। ১৯৭০ সালে আমরা একসাথে ভোট দিয়ে সমগ্র বাঙালি জাতির সাথে বঙ্গবন্ধুর হাতকে শক্তিশালী করেছি। ৭ মার্চ রফিক ভাইয়ের সাথে আমি তৎকালীন রেসকোর্স ময়দানে দাঁড়িয়ে বঙ্গবন্ধুর জ্বালাময়ী ভাষণ শুনেছি। সমগ্র বাঙালি জাতির সাথে তাকে একাত্মতা ঘোষণা করতে দেখেছি। উদ্বিগ্ন চিত্তে বাঙালি জাতির জনকের স্বাধীনতা ঘোষণার জন্যে তিনি অধীর হয়ে অপেক্ষা করেছেন। স্বাধীনতা সংগ্রামের সুদীর্ঘ সময়ের প্রতিটি মুহূর্তে তিনি দিন গুনেছেন- কবে বাংলাদেশ স্বাধীন হবে, বঙ্গবন্ধু মুক্ত হয়ে কবে স্বদেশে ফিরে আসবেন? তার চোখেমুখে এবং সকল সময়ের আলোচনায় আমি লক্ষ্য করেছি সেই ব্যকুলতা ও উৎকণ্ঠা। অন্যদিকে স্বাধীনতা অর্জনের পরপরই অবাঙালিদের নিধন তাকে অত্যন্ত কষ্ট দিয়েছে। তিনি অনেক অবাঙালি ব্যবসায়ীর জীবন বাঁচিয়েছেন। তাদেরকে বিপদ থেকে উদ্ধার করে নিজ আশ্রয়ে কয়েকদিন রেখে যৌথ বাহিনীর সাথে যোগাযোগ করে তাদের আত্মসমর্পণের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। ফলে তারা জীবনের ঝুঁকি থেকে বেঁচে গেছেন। এখনো তারা রফিক ভাইকে শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করেন। বাইরে থেকে তাকে কঠোর মনে হলেও তার অন্তরটা অত্যন্ত স্নেহশীল, অত্যন্ত কোমল। কাউকে সাহায্য করতে পারলে তিনি যেনো জীবনের শ্রেষ্ঠ কাজ করার মতো আনন্দ লাভ করতেন ।

স্বাধীনতার পর বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে গঠিত সরকারের বিভিন্ন আইন বিশেষ করে ব্যাংকিং সংক্রান্ত আইন প্রণয়নে তিনি সরকারকে সহযোগিতা করেছেন। শুধু বঙ্গবন্ধুর সরকারই নয়, যখন যে সরকার তার সাহায্য চেয়েছে দেশের জন্যে তখনই তিনি সে সরকারকে বিনা পারিশ্রমিকে সহযোগিতা করেছেন। সে কারণে বঙ্গবন্ধু তাঁকে অত্যন্ত ভালবাসতেন, স্নেহ করতেন। একইভাবে রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানও তাকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করতেন। এই ভালবাসা, শ্রদ্ধা তিনি ঠিক সেভাবেই পেয়েছেন পরবর্তী সরকার প্রধান জেনারেল এরশাদ, শেখ হাসিনা ও বেগম খালেদা জিয়ার কাছ থেকে। শুধু রাষ্ট্র পরিচালনায় নয়, তাদের ব্যক্তিগত এবং পারিবারিক বিপদআপদে তিনি তাদের সকলের পাশে এসে সমানভাবে দাঁড়িয়েছেন। আইনজীবী হিসেবে কোনো রাজনৈতিক মতপার্থক্য তাকে দূরে সরিয়ে দিতে পারেনি। সেজন্য তিনি নেতা/নেত্রী সকলের কাছে সমানভাবে প্রিয়।

ব্যারিস্টার রফিক-উল হক

১৯৮৬ সাল। রফিক ভাইকে নিয়ে রাঙ্গা আপা লন্ডনে গিয়েছেন মেডিকেল চেক-আপ-এর জন্যে। হঠাৎ খালার কাছ থেকে খবর পেলাম রফিক ভাই গুরুতর অসুস্থ। স্টমাকে ক্যান্সার ধরা পড়েছে। খালা সকলের কাছ থেকে বিশেষ করে আমার পীরকেবলা আহ্ছানিয়া মিশনের প্রতিষ্ঠাতা হজরত খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (রঃ)-এর মাজার শরীফে দোয়া করতে বললেন। আমি লন্ডনে আপার সাথে ফোনে কথা বললাম। রফিক ভাইয়ের গুরুতর অবস্থা। একবার অপারেশন করে স্টমাক-এর অর্ধেক কেটে বাদ দেওয়া হয়েছে। শেষ চেষ্টা হিসেবে আবার অপারেশন করতে হবে। তার শারীরিক অবস্থা বিবেচনায় জীবনের আশা অনেকেই ছেড়ে দিয়েছেন বলে আমার মনে হ'ল। আর কয়েকটা বছর তার হায়াৎ বৃদ্ধির জন্যে সকলের কাছে আপা দোয়া চাইলেন। বললেন– ফাহিম এখনো ছাত্র। যদি সে ব্যারিস্টারি শেষ করতে পারে এবং প্র্যাকটিস বুঝে নিতে পারে তাহলে আমার আর দুঃখ থাকবে না। আমি সাতক্ষীরা জেলার নলতাতে হজরত আহ্ছানউল্লা (রঃ)-এর মাজারে যেয়ে খাদেম সাহেবকে সব খুলে বললাম। রফিক ভাইয়ের জীবনের বিনিময়ে একটি গরু ছদকা করে গরীব মিসকিনদের মধ্যে বিতরণ করা হ'ল। তারপর মাজার শরীফে মিলাদ শরীফ পাঠ করে মহান আল্লাহর কাছে তার সুস্থতার জন্যে বার বার আকু ফরিয়াদ করা হ'ল। মহান আল্লাহর করুণাবলে সুস্থ শরীরে রফিক ভাই আমাদের মাঝে ফিরে আসলেন। ক্যান্সার surviver-দের মধ্যে দীর্ঘ জীবন বেঁচে থাকার রেকর্ড তিনি গড়েছেন ।

জনগণের জন্যে কাজ করার উৎসাহ উদ্দীপনা তার দীর্ঘদিনের, বলতে গেলে তার প্রথম জীবন থেকে। সফল আইনজীবী হিসেবে একদিকে তিনি অর্থ উপার্জন করেছেন, অন্যদিকে তিনি দু'হাতে সমাজের দুস্থ জনসাধারণের জন্যে ব্যয় করেছেন। এজন্যে তিনি কখনো কার্পণ্য করেননি। তার এত কর্মব্যস্ততার মাঝেও তিনি ঠিক সময় বের করে বিভিন্ন সামাজিক প্রতিষ্ঠানে সময় দিয়েছেন । দীর্ঘ প্রায় ৩৬? বছর তিনি ডায়াবেটিক সমিতির সাথে যুক্ত ছিলেন। ডা. মো. ইব্রাহীমকে তিনি উৎসাহ দিয়ে, তার সাথে থেকে, ঘনিষ্ঠভাবে প্রতিষ্ঠানটির সাথে যুক্ত থেকে দৈহিক পরিশ্রম, মেধা ও অর্থ দিয়ে এই মানবহিতৈষী প্রতিষ্ঠানকে এগিয়ে নিয়ে গেছেন। আজ এই হাসপাতাল এবং এর বিভিন্ন অংগ প্রতিষ্ঠান গোটা বাংলদেশে ছড়িয়ে গেছে, যেখান থেকে লাখ লাখ লোক চিকিৎসা সুবিধা লাভ করে স্বাভাবিক জীবন যাপন করছেন। ইব্রাহীম কার্ডিয়াক সেন্টার স্থাপন এবং এই প্রতিষ্ঠানকে আরো ব্যাপক ভিত্তিক প্রতিষ্ঠায় তার অবদান স্বীকৃত। অতিসম্প্রতি এই ইব্রাহীম কার্ডিয়াক সেন্টারের একটি সিসিইউ (তার স্বাশুড়ি আমেনা রহমানের নামে উৎসর্গীকৃত) স্থাপনে এক কোটি টাকা প্রদান করেন। কয়েকদিন পর যখন তিনি জানতে পারলেন যে উক্ত

সিসিইউতে জীবন বাঁচানোর যন্ত্র ভেন্টিলেটরের অভাব রয়েছে, তিনি তাৎক্ষণিকভাবে আরো ২৭ লাখ টাকা প্রদান করে ভেন্টিলেটর ক্রয় করে দেন। এভাবে কতো সামাজিক প্রতিষ্ঠানে তিনি যে কত অর্থ গোপনে দান করেছেন তার সঠিক হিসাব হয়তো কোনো দিন জানা যাবে না।

তিনি অনেক সামাজিক প্রতিষ্ঠানের সাথে জড়িত ছিলেন। ঢাকা শিশু হাসপাতাল স্থাপনে তার অবদান রয়েছে। সাবেক রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান সাহেবের কাছ থেকে অনুদান নিয়ে তিনি এই হাসপাতালের ট্রাস্ট করার উদ্যোগ নিয়েছিলেন।

ঢাকার নিকটবর্তী চন্দ্রাতে তার নিজস্ব জমিতে নিজস্ব অর্থায়নে দীর্ঘদিন যাবৎ সুবর্ণ ক্লিনিক স্থাপন করে গরীব দুঃখীদের বিনামূল্যে চিকিৎসা দেওয়ার ব্যবস্থা করেছেন। এখানে তিনি তার নিজস্ব অর্থায়নে সুবর্ণ-ইব্রাহীম জেনারেল হাসপাতাল স্থাপন করেছেন ।

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের সাম্প্রতিক উদ্যোগ আহ্ছানিয়া মিশন ক্যান্সার হাসপাতালের নির্মাণ প্রক্রিয়ার সাথে যুক্ত হয়ে তিনি এই হাসপাতাল নির্মাণে দিকনির্দেশনা দিয়েছেন। তিনি এই হাসপাতাল পরিচালনা কমিটির সভাপতি ছিলেন। এই হাসপাতাল নির্মাণে তার ব্যক্তিগত তহবিল থেকে প্রায় ১ কোটি ৬০ লাখ টাকা আর্থিক অনুদান দিয়েছেন। সাথে সাথে মীরপুরস্থ ক্যান্সার হাসপাতালের জন্যে একটি লিফ্ট ও মেমোগ্রাফি মেশিন ক্রয় করে দিয়েছেন। দুস্থ/গরীবদের চিকিৎসার জন্যে এই হাসপাতালে তিনি মাসিক ১০ হাজার টাকা অনুদান দিয়েছেন। তার এতো কাজের ব্যস্ততার মাঝেও তিনি প্রায় প্রতি শনিবার আহ্ছানিয়া মিশনের জন্যে সময় দিয়েছেন। আহ্ছানিয়া মিশন পরিচালনা কমিটিতে তিনি ছিলেন একজন নির্বাহী সদস্য এবং আহ্ছাউল্লা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেট সদস্য।

ঘুর্ণিঝড়দুর্গত সিডর এলাকা বরগুনা ও পটুয়াখালীতে আহ্ছানিয়া মিশনের পুনর্বাসন কার্যক্রম পরিদর্শনে গিয়েছিলেন তিনি নিজ উৎসাহে। সেখানে ঘুর্ণিঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকার জনগণের কাছে হস্তান্তরিত বাড়ি, সাইক্লোন সেন্টারসহ বেশকিছু উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রম পরিদর্শন করেন। সাথে সাথে কিছু দুস্থ পরিবারের মধ্যে তিনি গবাদিপশু বিতরণ কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করেন। ব্যারিস্টার ফাহিম, এ্যাডভোকেট আহ্ছান ও ব্যারিস্টার খাইরুল তাঁর সাথে ছিলেন। আর ছেলে ফাহিমকে সমাজকল্যাণমূলক কার্যক্রমে উৎসাহ প্রদান, সম্পৃক্ত করার জন্যে তিনি তাকে সাথে নিয়েছিলেন। এ সকল সমাজ কল্যাণমূলক কাজে অংশগ্রহণ করে তিনি যে কি উৎফুল্ল হয়েছিলেন তা ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়। আমরা তার উৎসাহে আরো উৎসাহিত হয়েছি। সিডর উপদ্রুত এলাকা পরিদর্শনকালে এলাকার জনসাধারণের সাথে আলাপকালে তিনি জানতে পারেন যে সিডরের কারণে স্থানীয় পর্যায়ে প্রায় সকল গবাদিপশু মারা গেছে। ফলে স্থানীয় কৃষকরা গবাদিপশুর অভাবে চাষযোগ্য জমিতে চাষ করতে পারছেন না। এ সংবাদে তিনি খুবই বিচলিত হলেন। ঢাকায় ফিরে এসে তিনি ACI কোম্পানির সাথে যোগাযোগ করে তাদের সহায়তায় ৩টি ট্রাক্টর সংগ্রহ করে এক সপ্তাহের মধ্যে তিনি ঘুর্ণিঝড় উপদ্রুত ৩টি এলাকায় চাষাবাদের সুবিধার জন্যে তা পাঠিয়ে দেন। এভাবেই তিনি বিপদে মানুষের পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন।

বেসরকারি টেলিভিশন যমুনা টিভিতে সাক্ষাৎকারে ব্যারিস্টার রফিক-উল হক

মানব কল্যাণধর্মী আর একটি প্রতিষ্ঠান আদ্-দ্বীন এর সাথে দীর্ঘদিন যাবৎ তিনি সম্পৃক্ত। এই প্রতিষ্ঠানের তিনি ছিলেন সভাপতি। প্রতিষ্ঠানটি মহিলা ও শিশুদের জন্যে অন্যান্য কাজের সাথে কয়েকটি হাসপাতাল পরিচালনা করে। সম্প্রতি এই প্রতিষ্ঠানের আওতায় একটি মেডিকেল কলেজ পরিচালিত হচ্ছে। এ ধরনের অসংখ্য প্রতিষ্ঠানের সাথে তিনি যুক্ত ছিলেন । চন্দ্রাতে বঙ্গবন্ধু ডিগ্রি কলেজ স্থাপন ও পরিচালনায় তিনি সম্পৃক্ত ছিলেন। এখানে একটি বড় মসজিদ তিনি নির্মাণ করে দিয়েছেন। ব্যক্তিগত পর্যায়ে তিনি অসংখ্য পরিবারকে আর্থিক সাহায্য প্রদান করেছেন। তার সাহায্যের তালিকায় অসংখ্য উকিল পরিবার রয়েছে। সাথে সাথে তিনি অনেক বিত্তশালী পরিবারকে উদ্বুদ্ধ করে তাদের আর্থিক সহায়তায় বহু সমাজ উন্নয়নমূলক কাজ বাস্তবায়ন করেছেন। উল্লেখ্য, বাংলাদেশের সকল আইনজীবীর মধ্যে তিনিই সর্বোচ্চ ট্যাক্স প্রদানকারী ব্যক্তিত্ব।

তার আত্মীয় স্বজনদের সবার কাছে তিনি একজন অভিভাবক। তারা যে কোনো সমস্যায় ছুটে যেতেন সকলের প্রিয় মুরুব্বী রফিক ভাইয়ের কাছে। তাদের উপদেশ দেওয়া, প্রয়োজনমতো দিক নির্দেশনা দেওয়া, অসুখ বিসুখে তাদের খোঁজ-খবর নেওয়া এবং তদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করা, আর্থিক সাহায্য সহযোগিতা করা, পড়াশুনার জন্যে স্কুল-কলেজে ভর্তি করানো, চাকরি দেওয়া ইত্যাদি সকল কাজই তিনি হাঁসিমুখে করেছেন। এ ধরনের নির্ভরযোগ্য অভিভাবক আর কোথায় কে পাবেন?

তার মতো নির্ভীক, নিরলস, ত্যাগী, নিরহংকার মানুষ বর্তমান সমাজে বিরল। তাঁর বিদায়ে আমরা একজন প্রকৃত হৃদয়বান মানুষকে হারালাম। তাঁর রুহের মাগফেরাত কামনা করছি। আল্লাহ তাকে বেহেশতে নসীব করুন -এই প্রার্থনা আমাদের সকলের।

** ব্যারিস্টার রফিক-উল হক-এর মৃত্যুতে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন আয়োজিত শোক সভায় উপস্থাপিত*

কাজী রফিকুল আলম, প্রেসিডেন্ট ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন ও চেয়ারপারসন গণসাক্ষরতা অভিযান

ব্যারিস্টার রফিক-উল হকের মতো নির্ভীক, নিরলস ও ত্যাগী মানুষ বর্তমান সমাজে বিরল

- কাজী রফিকুল আলম

ব্যারিস্টার রফিক-উল হক-এর স্মরণ অনুষ্ঠানে বক্তারা

ব্যারিস্টার রফিক-উল হকের মতো নির্ভীক, নিরলস ও ত্যাগী মানুষ বর্তমান সমাজে বিরল। এর বাইরেও তিনি তার সকল আত্মীয়-স্বজনের কাছে ছিলেন অভিভাবক।

৩ নভেম্বর ২০২০, মঙ্গলবার, রাজধানীর ধানমন্ডিস্থ মিশন ভবনে প্রয়াত দেশবরেণ্য আইনজ্ঞ ব্যারিস্টার রফিক-উল স্মরণে 'স্মৃতিচারণ ও দোয়া মাহফিল' শীর্ষক অনুষ্ঠানে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের প্রেসিডেন্ট কাজী রফিকুল আলম একথা বলেন।

তিনি আরও বলেন, তাঁর কাছ থেকে কাজ শিখে তাঁর সকল জুনিয়রই আইনজ্ঞ হিসেবে তাদের জীবনে সফলতার সাথে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন।

তিনি ব্যক্তিগত সম্পর্কের কথা উল্লেখ করে বলেন, ১৯৫৮ সালের দিকে ব্যারিস্টার রফিক-উল হকের সাথে আমার প্রথম দেখা ছোট খালু মরহুম হাবীবুর রহমানের বাসায়। তখন আমি সবেমাত্র প্রাথমিক বিদ্যালয়ের গণ্ডি পার হয়েছি। এরপর ১৯৬০ সালে আমার খালাতো বোন ফরিদা রহমানের (বর্তমানে ডা. ফরিদা হক) সাথে তার বিয়ে হয়। ব্যক্তি জীবনে যেমন তিনি আমার অভিভাবকের মতো ছিলেন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনেও তিনি একইভাবে অভিভাবকের মতো থেকে নির্দেশনা দিয়ে গেছেন।

বাংলাদেশ ডায়াবেটিক সমিতির সভাপতি প্রফেসর ডা. আবুল আজাদ খান বলেন, আমি একজন অভিভাবক হারালাম। উনি ছিলেন কমপ্লিট ল'ইয়ার। ওয়ান ইলেভেনের সময় তিনিই একমাত্র ব্যক্তি যিনি সাহস নিয়ে তৎকালীন সামরিক সরকারের বিরুদ্ধে ও বর্তমান প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে আইনী লড়াই করেন।

ব্যারিস্টার জাফরউল্লাহ স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে বলেন, একজন মানুষ হিসেবে দেখেছি, আইনজীবী হিসেবে দেখেছি একজন সমাজসেবক হিসেবে দেখেছি। সেই সুযোগ তিনি আমাকে দিয়েছিলেন। আজ আমি যে আপনাদের সামনে বক্তব্য দিতে পারছি এ কৃতিত্ব ব্যারিস্টার রফিক-উল হকের।

এনবিআর-এর সাবেক চেয়ারম্যান ও ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের ট্রেজারার ড. মো. আব্দুল মজিদ বলেন, তিনি সকলের অভিভাবক ছিলেন। তার বাবা মমিনুল হক ২৪ পরগনার মেয়র ছিলেন। মুসলিম লীগের সভাপতি ছিলেন।

বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ভিসি ও ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের নির্বাহী কমিটির সদস্য প্রফেসর শমসের আলী বলেন, যারা সত্যিকারের ভাল মানুষ ছিলেন তাদের মধ্যে তিনি একজন। আইন পেশা দিয়ে তার অর্জিত টাকা তিনি ডায়াবেটিক, ক্যান্সার হাসপাতালসহ বিভিন্ন জায়গায় সাহায্য করেছেন। বড় লোকের কাছ থেকে নিয়ে গরীবদের সাহায্য করতেন।

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের সহ-সভাপতি প্রফেসর ড. আবু তৈয়ব আবু আহমেদ বলেন, ওনাদের পরিবারের সবাই ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার। আইন পেশায় থেকেও বিভিন্ন ধরনের সেবার সাথে যুক্ত ছিলেন তিনি।

অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের সাধারণ সম্পাদক ড. এস.এম খলিলুর রহমান।

অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন হজ্জ ফাইন্যান্স কোম্পানীর ম্যানেজিং ডাইরেক্টর রুমি এহ্ছানুল হক, ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের নির্বাহী পরিচালক ড. এম. এহ্ছানুর রহমান ও নলতা কেন্দ্রীয় আহ্ছানিয়া মিশন ও ঢাকা

এএমসজিএইচ-এর স্মরণঃ আহছানিয়া মিশন ক্যান্সার এন্ড জেনারেল হাসপাতাল (এএমসজিএইচ)-এর গভর্নিং বডির সন্মানিত চেয়ারম্যান এবং এই হাসপাতাল প্রতিষ্ঠার অন্যতম পৃষ্ঠপোষক ও দেশবরেণ্য আইনজ্ঞ ব্যারিস্টার রফিক-উল হক-এর মৃত্যুতে তাঁর বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনায় গত ২৯ অক্টোবর বৃহস্পতিবার আহছানিয়া মিশন ক্যান্সার এন্ড জেনারেল হাসপাতাল উত্তরায় এক স্মরণ সভা ও দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের সভাপতি কাজী রফিকুল আলম, ঢাকা আহছানিয়া মিশনের সাধারণ সম্পাদক ড. এস এম খলিলুর রহমান, এএমসিজিএইচ এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক ব্রিগে. জেনা. অধ্যাপক ডা. মো. আব্দুল করিম খান (অবঃ), এএমসিজিএইজ-এর অনারারী উপদেষ্টা ও সিনিয়র কনসালটেন্ট অনকোলজী অধ্যাপক ডা. কামরুজ্জামান চৌধুরী, হজ ফাইন্যান্সের পরিচালক জনাব লকিউতুল্লাহ এবং ব্যবস্থাপনা পরিচালক খন্দকার রুমী এহসানুল হক। স্মরণ সভার শেষে মরহুমের বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনায় দোয়া ও মোনাজাত করা হয়।

শিক্ষা সেক্টরের নতুন প্রকল্পসমূহ

আহ্ছানিয়া মিশনের অগ্রযাত্রায় জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০২০ প্রান্তিকে যোগ হওয়া নতুন সাতটি প্রকল্প সহ ২০ টি প্রকল্প চালু রয়েছে শিক্ষা সেক্টরে। নতুন প্রকল্পগুলোর পরিচিতি এখানে তুলে ধরা হল

ডাম শিক্ষা সেক্টর সরকারি বেসরকারি, জাতীয় ও আর্ন্তজাতিক ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের আর্থিক সহায়তায় অত্যন্ত সফলতার সাথে বহু প্রকল্প বাস্তবায়ন করে আসছে যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল প্রকল্প স্থায়ীকরণ। শিক্ষায় নানা অবদানের জন্য শিক্ষা সেক্টরের ঝুড়িতে জমা হয়েছে বহু জাতীয় ও আর্ন্তজাতিক স্বীকৃতি ও পুরস্কার।

কেএএপি-ইউইউপি প্রকল্পের স্টাফ ওরিয়েন্টেশন

প্রকল্প আসে প্রকল্প সমাপ্ত হয় যথাসময়ে কিন্তু সেসব বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজন হয় দক্ষ ও অভিজ্ঞ র্কমকর্তা, কর্মী ও যোগ্য নেতৃত্বের। শিক্ষা সেক্টর থেকে গত ৪ বছরে প্রায় ৫০টি প্রকল্প প্রস্তাবনা বিভিন্ন ডোনারকে জমা দেওয়া হয়েছে যার মধ্যে উল্লেখিত ৭টি সহ মোট ২০টি প্রকল্প অনুমোদিত হয়েছে ও চলমান রয়েছে। করোনার এ ক্রান্তিকালেও শিক্ষা সেক্টর ব্যস্ত রয়েছে। অত্যন্ত আনন্দের বিষয় হচ্ছে ইতোমধ্যে গত জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০২০ প্রান্তিকে ছোটবড় ৭টি নতুন প্রকল্প যোগ হয়েছে শিক্ষা সেক্টরে যার মধ্যে শিক্ষা ছাড়াও শিশু অধিকার, এ্যাডভোক্যাসি ও রিসার্চ প্রকল্পও রয়েছে।

কেএএপি-ইউইউপি

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন, **আইএসডিবি**-র আর্থিক সহায়তায় KAAP-UUP নামে একটি প্রকল্প ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের অওতাভুক্ত মিরপুর ও মোহাম্মদপুর থানা এবং নীলফামারী জেলার সৈয়দপুর থানায় বাস্তবায়ন করছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়নকাল জুলাই ২০২০ থেকে জুন ২০২৫ (৫ বছর)। এই প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য বস্তিবাসী শিশুদের শিক্ষিত করা, তাদের জীবন ও জীবিকা নির্বাহের কষ্ট হ্রাস করা এবং তাদেরকে অর্থনীতি এবং সমাজের মূলধারায় প্রবেশের সুযোগ সৃষ্টি করা। এ প্রকল্প ৬-১৪ বছর বয়সী ১১ হাজার ২৫০ জন শিশুর জন্য উপানুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষা, ৪-৬ বছর বয়সী ১১ হাজার ২৫০ জন শিশুর জন্য প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা এবং ১১-১৮ বছর বয়সী ছয় হাজার ৭৫০ জন শিশুর জন্য নিম্ন মাধ্যমিক শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এছাড়াও প্রকল্পটি শিশু অধিকার ও কিশোর-কিশোরী উন্নয়ন ফোরাম নিয়ে কাজ করবে।

হোম ফর হোপ : গার্লস ইমার্জেন্সি নাইট শেল্টার

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন-এর মোহাম্মদপুর ড্রপ-ইন সেন্টারে,ঢাকায়, DAM- UK Ges Read Foundation, UK-এর অর্থায়নে Home for Hope: Girls Emergency Night Shelter নামে এক বছর মেয়াদি একটি পাইলট প্রকল্প ১ মার্চ ২০২০ হতে কার্যক্রম শুরু করেছে, যা ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২১ সাল পর্যন্ত চলবে। এই পাইলট পর্বে নাইট শেল্টারের সেবা গ্রহণের জন্য পথশিশু, কর্মজীবি শিশু এবং যারা যৌন নির্যাতন ও এ জাতীয় শোষনের ঝুঁকিতে রয়েছে ৮-১৮ বছর বয়সী এরূপ মাট ১০ জন শিশুকে তালিকাভুক্ত করে বিভিন্ন সহযোগিতা প্রদান করা হবে। এছাড়া প্রত্যেক শিশুকে আলাদাভাবে বিবেচনায় এনে শিশুদের প্রয়োজনীয় জীবন-জীবিকা নিশ্চিত করার জন্যে পরিকল্পনা প্রণয়ন, এবং শিশুদের ভালোভাবে বাঁচা ও সুষ্ঠু বিকাশের স্বার্থে বিভিন্ন প্রশিক্ষণের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় দক্ষতা প্রদানের ব্যবস্থা করা ও সংশ্লিষ্ট চাকরি প্রাপ্তিতে সহায়তা প্রদান করা হবে। পাশাপাশি, পরিবারে ফিরিয়ে এনে তাদের বিকাশে সহযোগিতা করা, সব রকম ভয়-ভীতি থেকে মুক্ত রাখা, সকল প্রকার সহিংসতা ও অমর্যাদা থেকে সুরক্ষা প্রদান এবং শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবায় অভিগম্যতা নিশ্চিত করা ও সর্বোপরি, বৃহৎ পরিসরে শিশু অধিকার ও শিশু সুরক্ষা ইস্যুতে কাজ করা হবে।

অধিকার-স্ট্রিট এন্ড ওয়ার্কিং চিল্ডরেন আউটরিচ

Odhikar প্রকল্পটি কমলাপুর প্রধান সড়ক বা রেললাইনের আশেপাশের পথশিশু, কর্মজীবী শিশু এবং যুবা, যারা ঝুঁকিপূর্ণ কাজের সাথে জড়িত, যৌন নির্যাতন ও এ জাতীয় শোষনের ঝুঁকিতে রয়েছে, অরক্ষিত অবস্থায় রাস্তায় বসবাস করে ও মাদকাশক্ত পথশিশুতে পরিণত হওয়ার আশংকা রয়েছে

এ প্রকল্প ৬-১৪ বছর বয়সী ১১ হাজার ২৫০ জন শিশুর জন্য উপানুষ্ঠানিক প্রাথ মিক শিক্ষা, ৪-৬ বছর বয়সী ১১ হাজার ২৫০ জন শিশুর জন্য প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা এবং ১১-১৮ বছর বয়সী ছয় হাজার ৭৫০ জন শিশুর জন্য নিম্ন মাধ্যমিক শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

তাদের সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে Human Appeal-য়ের আর্থিক সহায়তা ও ডাম-ইউকে-র কারিগরি সহযোগিতায় ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের শিক্ষা সেক্টর বাস্তবায়ন করতে যাচ্ছে। আশা করা যায়, প্রকল্পটি আগামী ৩ বছর মেয়াদের জন্য এ ধরণের ৫০০ জন শিশুর সব রকম ভয়-ভীতি থেকে মুক্ত রাখা, সকল প্রকার সহিংসতা ও অমর্যাদা থেকে সুরক্ষা প্রদান এবং শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবায় অভিগম্যতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কাজ করবে। আশা করা যায়, প্রকল্পটি ৩১ ডিসেম্বর ২০২৩ সাল পর্যন্ত চলমান থাকবে।

ওয়ার্ডস টু রিয়ালিটি প্রমোটিং স্ট্রিট চিলড্রেন রাইট্স ইন বাংলাদেশ

ওয়ার্ডস টু রিয়ালিটি প্রমোটিং স্ট্রিট চিলড্রেন রাইট্স ইন বাংলাদেশ প্রকল্পটি Commonwealth Foundation-য়ের আর্থিক সহযোগিতা ও Consortium for Street Children (CSC)-য়ের কারিগরি সহযোগিতায় গত ১০ জানুয়ারী ২০১৯ থেকে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের এডুকেশন সেক্টর কর্তৃক বাস্তবায়িত হয়ে আসছে এবং ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২২ সাল পর্যন্ত চলমান থাকবে। প্রকল্পটির মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে ঢাকা শহরের পথশিশু ও কর্মজীবি শিশুদের অধিকার আদায়ের জন্য একটি প্ল্যাটফর্ম তৈরির নিমিত্তে অ্যাডভোকেসি কার্যক্রম পরিচালনা করা। এছাড়া স্ক্যান নেটওয়ার্ক এর সাথে সম্পর্কিত সরকারি এবং বেসরকারি এনজিওসহ নেটওয়ার্কিং ও অংশিদারিত্বে এর কার্যকারিতা বৃদ্ধিকল্পে ৫৫ জন সংশ্লিষ্ট ষ্টেকহোল্ডারদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। প্রকল্পটির কার্যক্রম স্থানীয় সরকারি প্রশাসন, এনজিও, ও সিবিও-র দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে এ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হবে। পরবর্তীতে স্থানীয় জনগণ ও স্টেকহোল্ডাররা উক্ত প্রকল্পের শিক্ষণীয় বিষয়গুলো নিয়ে কমিউনিটিতে নিজেদের উদ্যোগে এ ধরনের কার্যক্রম চলমান রাখবে। এছাড়াও প্রত্যক্ষভাবে ২৫০ জন পথশিশু ও কর্মজীবী শিশু, এবং পরোক্ষভাবে সকল পথ শিশু ও কর্মজীবী শিশু এ কার্যক্রমের মাধ্যমে উপকৃত হবে।

চাইল্ড লেবার একশন রিসার্চ ইনোভেশন ইন সাউথ এন্ড সাউথ ইস্টার্ন এশিয়া (সিএলএআর আইএসএসএ)

ক্ল্যারিসা ব্রিটিশ সরকারের ফরেন, কমনওয়েলথ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট অফিস (এফসিডিও)-য়ের অর্থায়নে পরিচালিত একটি কন্সোর্টিয়াম। ক্ল্যারিসা একটি রিজিওনাল প্রোগ্রাম যা বাংলাদেশ নেপাল এবং মায়ানমার এর 'নিকৃষ্ট ধরণের শিশু শ্রম' নির্মূলে উদ্ভাবনী দৃষ্টান্ত স্থাপনের লক্ষ্যে কাজ করছে। কন্সোর্টিয়াম ফর স্ট্রিট চিল্ডরেন-য়ের সহযোগী সংস্থা হিসেবে বাংলাদেশে ঢাকা আহসানিয়া মিশন-য়ের এডুকেশন প্রোগ্রাম এই প্রকল্পের অ্যাডভোকেসি কার্যক্রম পরিচালনা করছে। প্রকল্পটি জুলাই ২০২০ থেকে বাস্তায়িত হচ্ছে এবং জুন ২০২৩ সাল পর্যন্ত চলমান থাকবে। বাংলাদেশে ক্ল্যারিসা প্রোগ্রাম চামড়া শিল্প এবং এর সরবারাহ শৃঙ্খল (সাপ্লাই চেইন) এ কর্মরত শিশুদের নিয়ে গবেষণা করছে যাতে এ শিল্পের সাথে জড়িত শিশুদের 'নিকৃষ্ট ধরনের শিশুশ্রম' থেকে সরিয়ে একটি নিরাপদ জীবিকার জন্য প্রস্তুতকরণ ও মর্যাদাপূর্ণ কর্মক্ষেত্র নিশ্চিত করা যায় এবং সে ব্যাপারে উদ্ভাবনী দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে পারে। এ প্রকল্পের আওতায় ঢাকায় হাজারীবাগ ভিত্তিক চামড়া শিল্পের সাথে জড়িত শ্রমজীবী শিশুদের নিয়ে একটি প্ল্যাটফর্ম তৈরি করা হবে এবং শিশুদের অ্যাডভোকেসি কার্যক্রমের জন্য প্রস্তুত করবে।

শিক্ষা সেক্টরের প্রধান উদ্বোধন করেন

আইসিএইচ প্রকল্পে অংশগ্রহণকারীদের ওরিয়েন্টেশনে গবেষক, সহযোগী গবেষক ও একাউন্টস অফিসাররা উপস্থিত ছিলেন

রিসার্চ অন আইসিএইচ কনট্রিবিউশন টু এসডিজি-স : এডুকেশন এন্ড কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট

International Research Centre for Integrated Intangible Cultural Heritage in the Asia-Pacific Region (IRCI)-য়ের অর্থায়নে ও

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের সহযোগিতায় ১৭ সেপ্টম্বর ২০২০ থেকে Research on ICH Contribution to SDGs: Education and Community Development' (FY-2020) প্রকল্পটি শুরু হয়েছে। গবেষণাভিত্তিক প্রকল্পটি ফেজ- ১ (১৭ সেপ্টেম্বর ২০২০ - ১৬ নভেম্বর, ২০২০) ও

এসসিই প্রকল্প চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে দুই পক্ষের কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলে

সিএসসি সদস্য ও প্রকল্প কর্মীদের মতবিনিময়

ফেজ -২ (১৭ নভেম্বর ২০২০ - ১৬ জানুয়ারী ২০২১) পর্যন্ত পরিচালিত হবে। এই প্রকল্পে 'ধামাইল' একটি Intangible Cultural Heritage (ICH) হিসেবে এর মাধ্যমে এসডিজিতে আইসিএইচ-য়ের অবদান ও একে কার্যকরভাবে সুরক্ষিত করার জন্য, এর ফলাফলগুলি কার্যকরভাবে ব্যবহার করার জন্য- শিক্ষা এবং সামাজ উন্নয়নে সমন্বিত ভাল অনুশীলনগুলির তুলনা ও বিশ্লেষণ করবে। এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য হল একটি গবেষণা কাজ পরিচালনা করা, যেখানে **'ধামাইলন** নাচ ও গানের (সুনামগঞ্জ-য়ের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য) ওপর শিক্ষা এবং কমিউনিটি উন্নয়ন সমন্বিত ভালো অনুশীলনগুলোর কেইস স্টাডি ব্যবহার করে তথ্য উপাত্ত, তুলনা, বিশ্লেষণ, এসডিজি ৪.৭ এবং এসডিজি ১১.৪- লক্ষ্য বাস্তবায়নে আইসিএইচ সম্পর্কে জ্ঞান এবং ভূমিকা বিশ্লেষণ করা, ভবিষ্যতের দৃষ্টিভঙ্গি এবং চ্যালেঞ্জ বিশ্লেষণ করা, ধামাইলকে এর সুরক্ষার গ্যারান্টি হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করার সুযোগ বিশ্লেষণ করা এবং কার্যকর প্রতিবেদন প্রস্তুত করা যেখানে সমস্ত সুপারিশ চিত্রিত থাকবে। সুনামগঞ্জ জেলার চারটি উপজেলার হাওর (জলাভূমি) এলাকায় (দক্ষিণ সুনামগঞ্জ, বিশ্বম্বরপুর, দিরাই ও তাহেরপুর) গবেষণাকর্মটি পরিচালিত হবে।।

সেকেন্ড চান্স এডুকেশন প্রোগ্রাম (এসসিই), ডাম

সেকেন্ড চান্স এডুকেশন প্রোগ্রামের মাধ্যমে ঝরে পড়া ও কখনো প্রাইমারি স্কুলে যায়নি এ রকম দরিদ্র ও সুবিধা বঞ্চিত পরিবারের ৮-১৪ বছর বয়সী ৫ ৯ হাজার ৭০০ শিশুকে বিষয়ভিত্তিক যোগ্যতানুযায়ী সমন্নিত শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষা উপযোগী গুণগত শিক্ষা প্রদান করে শিক্ষার মূল স্রোত ধারায় একত্রীকরণ করা হবে। সরকারের প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি-৪, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অর্থায়নে ও উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর অধীনে, ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন, প্রকল্পটি পরিচালনা করছে। ইতোমধ্যে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন এবং উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর মধ্যে একটি চুক্তি স্বাক্ষর হয়েছে। সেই অনুযায়ি চট্টগ্রাম ও নারায়ণগঞ্জ জেলায় গত সেপ্টেম্বর ২০২০ থেকে এ কার্যক্রম বাস্তবায়নের কাজ চলছে। চট্টগ্রাম জেলার ১২টি উপজেলা ও সিটি করপোরেশন এলাকায় মোট ১২৪০টি কেন্দ্র এবং নারায়ণগঞ্জ জেলার ৫টি উপজেলা ও সিটি করপোরেশন এলাকায় মোট ৭৫০টিসহ সর্বমোট ১৯৯০টি কেন্দ্র পরিচালনা করা হবে। জেলা উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর সহকারী পরিচালক এর সহায়তায় সরকারের এ কর্মসূচি বাস্তবায়নে প্রস্তুতিমূলক কাজ চলছে। এ সকল কেন্দ্র আগামি জানুয়ারি ২০২১ থেকে শুরু করা হবে এবং জুন ২০২৩ পর্যন্ত পরিচালিত হবে। শিক্ষণ- শিখন কার্যক্রমের 'মাল্টিগ্রেড টিচিং লার্ণিং এ্যাপ্রোচ উইথ ফাইভ স্টেপ' নীতি মেনে শিশুদের পরিবেশ ও পরিস্থিতির উপযোগী করে উপস্থাপনের উদ্দেশ্যে শিক্ষক প্রশিক্ষণ, শিক্ষাক্রম ও উপকরণ প্রণয়ন করা হবে। সেই সাথে স্থানীয় জনসমাজ ও সরকারি-বেসরকারি শিক্ষা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে সমন্বয় সাধন করা হবে।

সর্বমোট ১৯৯০টি কেন্দ্র পরিচালনা করা হবে।

একাধিক প্রকল্প নিয়ে চলমান অর্থনৈতিক উন্নয়ন সেক্টর

মো. আসাদুজ্জামান

কনফারেন্স রুমের শুভ উদ্বোধন

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের অর্থনৈতিক উন্নয়ন সেক্টর দারিদ্র বিমোচন, খাদ্য নিরাপত্তা বৃদ্ধি, ঝুঁকিপূর্ণ গোষ্ঠীর সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং অনানুষ্ঠানিক অর্থনীতি গতিশীল করার ওপর গুরুত্বারোপ করে থাকে। এ ছাড়াও ভোক্তাদের অধিকার, পণ্যের ন্যায্য মূল্য এবং দরিদ্র ও প্রান্তিক চাষীদের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্যে ছোট ছোট ও ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের কৃষি ও অকৃষি উভয় খাতেউৎ পাদনশীলতা এবং বিপণন ব্যবস্থার উন্নয়ন করাও এই সেক্টরের দায়িত্ব। এ ছাড়া দক্ষতা বৃদ্ধি এবং পরিসেবাগুলোর নেটওয়ার্কিংয়ের মাধ্যমে স্থানীয় পর্যায়ে তথ্যপ্রযুক্তিভিত্তিক উপার্জন এবং বিদেশে দক্ষতাভিত্তিক কর্মসংস্থানের জন্য বিদেশ গমনে সহায়তা করে থাকে। অর্থনৈতিক উন্নয়ন সেক্টরের আওতায় বাস্তবায়নাধীণ প্রকল্প সমূহের অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০২০ সময়ে সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম সমূহ নিম্নে বর্ণিত হয়েছে।

ডাম ফাউন্ডেশন ফর ইকনমিক ডেভেলপমেন্ট (ডিএফইডি) য়ের কনফারেন্স রুম উদ্বোধন

ডাম ফাউন্ডেশন ফর ইকনমিক ডেভেলপমেন্ট (ডিএফইডি) ট্রেনিং সেন্টার ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের এডুকেশন সেক্টরের KAAP-UUP প্রকল্পের স্টাফ ওরিয়েন্টিশনের মাধ্যমে কনফারেন্স-রুমের শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করা হয় ৯ নবেম্বর। ডিএফইডি বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ও জীবনমান উন্নয়নের জন্য প্রশিক্ষণকে আরো ব্যাপক পরিসরে পরিচালনা করার লক্ষ্যে ট্রেনিং সেন্টারের পাশাপাশি উন্নতমানের এবং আপডেট সকল সুযোগ-সুবিধাসহ সুসজ্জিত একটি কনফারেন্স রুম তৈরি করেছে, এখন থেকে যেকোন প্রতিষ্ঠান ট্রেনিং, মিটিং, সেমিনার ইত্যাদির জন্য আবাসিক ও ডাইনিং সুবিধাসহ ট্রেনিং ও কনফারেন্স ভ্যেনু হিসাবে তা ব্যবহার করতে পারবেন।

উক্ত কসফারেন্স রুমের শুভউদ্বোধন ঘোষণা করেন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের প্রেসিডেন্ট এবং ডিএফইডির চেয়ারপার্সন কাজী রফিকুল আলম এবং বক্তব্য রাখেন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের সাধারণ সম্পাদক ও ডিএফইডি'র ভাইস চেয়ারপার্সন ড. এস. এম. খলিলুর রহমান, ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের নির্বাহী পরিচালক ও ডিএফইডি-র সেক্রেটারী জেনারেনলড. এম. এহ্ছানুর রহমান, ডিএফইডি'র সিইও মো. আসাদুজ্জামান এবং ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের এডুকেশন সেক্টরের প্রধান মো. সাহিদুল ইসলাম। আরো উপস্থিত ছিলেন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের এডুকেশন সেক্টরের কর্মকর্তা ও প্রশিক্ষণার্থীসহ ডাম ফাউন্ডেশন ফর ইকনমিক ডেভেলপমেন্ট (ডিএফইডি)-এর কর্মকর্তাবৃন্দ।

ডিএফইডি-এর HR Softwareবাস্তবায়ন

ডাম ফাউন্ডেশন ফর ইকনমিক ডেভেলপমেন্ট (ডিএফইডি) বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়নসহ মাঠপর্যায়ে বিনিয়োগ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে আসছে। ডিএফইডি-রবি নিয়োগ কর্মসূচি একটি স্থায়ী কর্মসূচিযা বর্তমানে মাঠ পর্যায়ে ০৩টি জোন, ১৮টি এরিয়া ও ১১১টি ব্রাঞ্চের মাধ্যমে চলমান রয়েছে। কর্মসূচিতে বর্তমানে মোট ৬৭২ জন কর্মী কর্মরত রয়েছেন। ডিএফইডি-র ব্যবস্থাপনিক তথ্য সংরক্ষণের জন্য যেমন Management Information System (MIS) Module software রয়েছে, একইভাবে ফিন্যান্সিয়াল তথ্য সংরক্ষণের জন্য Financial Information System (FIS) Module software রয়েছে। ডিএফইডি-র এই বিপুল সংখ্যক জনবলের যাবতীয় তথ্য সংরক্ষণের জন্য HR Management Softwareএর আওতায় এনে কর্মীব্যবস্থাপনার পরিকল্পনা ডিএফইডি-র Management দীর্ঘদিনযাবত কার্যকর করে আসছে। এলক্ষ্যে ডিএফইডি-রবি নিয়োগ কর্মসূচির বর্তমান প্রেক্ষাপট বিবেচনায় নিয়ে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের একটি প্রতিষ্ঠান Ahsania E Solutions ডিএফইডি-র HR Management Software-টি গ্রহণে আগ্রহ প্রকাশ করে। ডিএফইডি-র কর্মী ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রগুলো (যেমন- Employee profile, Payroll, Timesheet, Leave, Training, Loan, Holidays, Assets, Notice & Report ইত্যাদি) বিবেচনাকরে Ahsania E Solutions-তাদের HR Management Software-টিdevelop করে।

এ প্রেক্ষিতে ২০২০ সালের ১৫ জানুয়ারি DAM Foundation for Economic Development (DFED)-য়ের সাথে HR Management Software-টি গ্রহণের নিমিত্তে Ahsania E Solutions-য়ের সাথে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। চুক্তি স্বাক্ষরের পর ডিএফইডি HR Management Software-টির মাধ্যমে চূড়ান্ত ডাটা এন্ট্রির কাজ সম্পন্ন করে। ডিএফইডি-তে বর্তমানে কর্মরত সকল স্টাফ ও তাদের যাবতীয় তথ্য Ahsania E Solutions-য়ের HR Management Software-য়ের মাধ্যমে ডাটা এন্ট্রির কাজ সম্পন্ন হয়েছে এবং সকল তথ্য সংরক্ষিত রয়েছে।

ডিএফইডি-র ৮ম বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) অনুষ্ঠিত

২০২০ সালের ২১ নভেম্বর ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের অডিটোরিয়ামে ডাম ফাউন্ডেশন ফর ইকনমিক ডেভেলপমেন্ট (ডিএফইডি)-য়ের ৮ম বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন ডিএফইডি-র চেয়ারপার্সন কাজী রফিকুল আলম এবং সভা সঞ্চালনা করেন ড. এম. এহ্ছানুর রহমান, সেক্রেটারী জেনারেল। উক্ত সভায় আরো উপস্থিত ছিলেন ডিএফইডি-র ভাইস চেয়ারপার্সন ড. এস এম খলিলুর রহমান এবং অন্যান্য সম্মানিত সদস্যবৃন্দ। নভেল করোনাভাইরাস মহামারীর কারণে বার্ষিক সাধারণ সভায় সদস্যদের Zoomএ অংশগ্রহণের সুযোগ রাখা হয়।

সভায় ২০১৯-২০২০ অর্থ-বছরের বার্ষিক প্রতিবেদন ও অডিট রিপোর্ট এবং ২০২০-২০২১ অর্থ-বছরের পরিকল্পনা ও বাজেট উপস্থাপন করা হয় এবং২০২০-২০২১ অর্থ-বছরের অডিটর নিযুক্তির বিষয়ে আলোচনা করা হয়।

শরিফপুর ও কেন্দুয়া ইউনিয়নে ৫২৮ জন ক্ষুদ্র কৃষক ও দরিদ্র সদস্য বন্যাপরবর্তি সহায়তা পেয়েছেন

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের উদ্যোগে বন্যা পরবর্তী কৃষি পুনর্বাসন

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন Read

Foundation-য়ের আর্থিক সহযোগিতায় "Zakat for Flood Affected Farmers, Jamalpur Project, Bangladesh" প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করছে জামালপুর জেলার সদর উপজেলায় কেন্দুয়া ও শরিফপুর ইউনিয়নে বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত ক্ষুদ্র কৃষক ও দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মধ্যে খাদ্য ও স্বাস্থ্য সামগ্রী সহায়তা এবং বন্যাপরবর্তী কৃষি পুনর্বাসনের মাধ্যমে। প্রকল্পটির ধারাবাহিক কার্যক্রমের অংশ হিসেবে ২১-২২ অক্টোবর ২০২০ শরিফপুর (২১৭ জন) ও কেন্দুয়া (৩১১ জন) ইউনিয়নে মোট ৫২৮ জনের মধ্যে বন্যায় আক্রান্ত ক্ষুদ্র কৃষক ও দরিদ্র সদস্যদের মধ্যে বন্যা পরবর্তী কৃষি পুনর্বাসনে সার, কীটনাশক ও গবাদিপশুর খাদ্য ক্রয় বাবদ নগদ টাকা ও ইনপুট (সবজিবীজ) বিতরণকরে। সবজি বীজের মধ্যে ছিল লাউ, মিষ্টিকুমড়া, বেগুন, টমেটো, মরিচ ও পেঁপের বীজ এবং নগদে ৭৫০ টাকা।

বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা, জামালপুর সদর, জামালপুর। বিশেষ অতিথি ছিলেন, মো. আলম আলী, চেয়ারম্যান, শরিফপুর ইউনিয়ন, সদর উপজেলা, জামালপুর, এবং ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি, শরিফপুর উচ্চ বিদ্যালয়, জামালপুর সদর, জামালপুর। সভাপতিত্ব করেন প্রধান শিক্ষক, শরিফপুর উচ্চ বিদ্যালয়, জামালপুর সদর, জামালপুর। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন মো. দিদারুল ইসলাম খান, এরিয়া ম্যানেজার, ময়মনসিংহ, ময়মনসিংহ জোন, ডিএফইডি। প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেন কৃষিবিদ মো. নিয়ামুল কবীর, সিনিয়র প্রিন্সিপাল অফিসার (কৃষি), ডিএফইডি, ঢাকা। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন মো. সাইদুর রহমান, ব্রাঞ্চ ম্যানেজার, জামালপুর সদর ব্রাঞ্চ, ময়মনসিংহ এরিয়া, ডিএফইডি। এছাড়া আরও উপস্থিত ছিলেন হিসাবরক্ষক, জামালপুর সদর ব্রাঞ্চ ও প্রকল্প স্টাফ। প্রধান অতিথি বলেন, ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের এ ধরনের উদ্যোগ প্রশংসার দাবিদার। এ প্রকল্পের মাধ্যমে এ এলাকার বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত ক্ষুদ্র কৃষক ও দরিদ্র জনগোষ্ঠীর খাদ্য চাহিদা, স্বাস্থ্য সুরক্ষা এবং বন্যা পরবর্তী কৃষি পুর্নবাসনে ভূমিকা রাখবে বলে আমার বিশ্বাস। তিনি আরও বলেন এ প্রকল্প বাস্তবায়নে উপজেলা কৃষি অফিস বন্যা পরবর্তী কৃষি পুনর্বাসনে সার্বিকভাবে সহায়তা করবে।

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের উদ্দোগে দুস্থ ও এতিম বাচ্চাদের মাঝে কম্বল বিতরণ

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের উদ্যোগে সাতক্ষীরার দেবহাটায় দুস্থ ও এতিম বাচ্চাদের মাঝে কম্বল বিতরণ করা হয়েছে। ৩০ ডিসেম্বর-২০২০ সকাল ১০ টায় ক্রিসেন্ট পেপার মিলস্ লিমিটেড-য়ের অর্থায়নে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের বাস্তবায়নে সাতক্ষীরা জেলার দেবহাটা উপজেলার চারটি ইউনিয়ন যথা- নওয়াপাড়া, দেবহাটা, কুলিয়া এবং পারুলিয়া ইউনিয়নে মোট ১০০ জন Orphan Kind Project এর দুস্থ ও অসহায় এতিম বাচ্চাদের মাঝে কম্বল বিতরণকরা হয়।

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের পক্ষে বিশেষ অতিথি হিসাবে দুস্থ ও অসহায় এতিমদের মাঝে কম্বল তুলে দেন ইউনিয়ন পরিষদ মেম্বর এবং সিডিসির সভাপতি মহোদয়। এছাড়া অনুষ্ঠানে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানের বিশেষ অতিথি দুস্থ-এতিমদের উদ্দেশে বলেন, এটা একটা মহতি উদ্দোগ। বাচ্চারা কম্বল পাওয়ায় তারা এই শীতের প্রকোপ থেকে রক্ষা পাবে। অনুষ্ঠানে মো. আব্দুল হান্নান (সিডিসি)-এর সভাপতিত্বে সুচনা বক্তব্য দেন মো. সেলিম হোসেন এরিয়া ম্যানেজার মাইক্রোফিনান্স কর্মসুচি (ডিএফইডি)। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন Orphan Kind Project এর Project Coordinator মো. আব্দুল কাদের।

সাতক্ষীরার দেবহাটায় দুস্থ ও এতিম বাচ্চাদের মাঝে কম্বল বিতরণ

মো. আসাদুজ্জামান, সিইও, ডিএফইডি এন্ড হেড অব ইকোনোমিক ডেভেলপমেন্ট সেক্টর

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন

বার্ষিক উন্নয়ন কার্যক্রমের অগ্রগতি প্রতিবেদন ২০১৯-২০

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন এ পর্যন্ত ৩২টি শিক্ষা ও সমাজিক ইন্সটিটিউট প্রতিষ্ঠা করেছে এবং মাঠ পর্যায়ে ৮টি সেক্টরে ৬৩টি প্রকল্প পরিচালনা করছে। ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন ২০২০ সালে সফলতার ৬২ বছর (১৯৫৮-২০২০) অতিক্রম করছে। মিশনের ২০১৯-২০ বছরে সম্পাদিত প্রধান প্রধান ধর্মীয়, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও মানবিক উন্নয়নমূলক কার্যক্রমের সংক্ষিপ্ত বিবরণী এখানে প্রকাশ করা হল। পূর্ণাঙ্গ বিবরণী মিশনের ওয়েবসাইটে রয়েছে।

সভায় ২০২০-২০২১ অর্থ-বছরের পরিকল্পনা এবং বাজেট-ও উপস্থাপন করা হয়

আহ্ছানিয়া ইনস্টিটিউট অব সূফিজম

আহ্ছানিয়া ইনস্টিটিউট অব সূফিজম ১ জুলাই ২০১৯ হতে ৩০ জুন ২০২০ পর্যন্ত ৩টি ইলমে তাছাওউফ প্রশিক্ষণ ও ২টি রিফ্রেশার্স কোর্স পরিচালনা করা হয়েছে। এতে মোট ২০০ জন আলেম ও ইমাম অংশগ্রহণ করেন।

সিইই'র মতবিনিময় সভায় অতিথিরা

আহ্ছানিয়া ইনস্টিটিউট অব সূফিজম থেকে এবছর ৭টি বই প্রকাশিত হয়েছে।

সেন্টার ফর এথিক্স এডুকেশন (সিইই)

মিশনের **"সেন্টার ফর এথিক্স এডুকেশন** (সিইই)" মানুষের মধ্যে নৈতিক শক্তি, নৈতিক কর্তব্য ও চরিত্র গঠন এবং ধর্মীয় মূল্যবোধ জাগ্রত করছে এবং মিশনের গন্ডি পেরিয়ে জাতীয় পর্যায়ের সকল ক্ষেত্রে নৈতিক শিক্ষা প্রদান ও চর্চায় উদ্বুদ্ধ করে বৈষয়িক উন্নতির পাশাপাশি আত্মিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করছে ও কল্যাণকর সমাজ গঠনে সহযোগিতা করছে। ২০১৯-২০ সময়ে সিইই-র উদ্যোগে নৈতিকতা বিষয়ক বেশ কয়েকটি সেমিনার, প্রশিক্ষণ ও কর্মশালার আয়োজন করা হয় বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ও সিইই কার্যালয়ে। তিনটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে নৈতিক শিক্ষা বিষয়ক শিক্ষক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয় রাজধানীর হযরত শাহ আলী মডেল হাইস্কুলে ২৯ সেপ্টেম্বর, আহ্ছানউল্লা ইন্সটিটিউট অব ভকেশনাল এডুকেশন এন্ড ট্রেনিং(এআইটিভেট)-এ ২৬ অক্টোবর এবং আনোয়ারা-মান্নাফ গার্লস স্কুল এন্ড কলেজে ২৮ নবেম্বর। ১ অগাস্ট আয়োজিত শিক্ষা উপকরণ তৈরি বিষয়ক কর্মশালার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল শ্রেণীভিত্তিক নৈতিক শিক্ষা কোর্স পরিচালানাকারী শিক্ষক ও স্বোচ্ছাসেবকদের সহায়তায় ডিজিটাল শিক্ষা উপকরণের গল্প তৈরি করা। ৮ অগাস্ট ডেঙ্গু প্রতিরোধে সচেতনতা ও করণীয় শীর্ষক আলোচনা সভা ও পরে র‍্যালি অনুষ্ঠিত হয় প্রথম আলো মডেল হাইস্কুলের সহযোগিতায়।

মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস জানানো ও নৈতিক সমাজ নির্মাণে সিইই-র উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের লক্ষ্যে মুক্তিযুদ্ধ যাদুঘরের সাথে যৌথভাবে কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। কর্মসূচিতে রয়েছে দেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও মুক্তিযুদ্ধের প্রয়োজনীয়তা, শত্রুপক্ষের বর্বরতা, মুক্তিযোদ্ধাদের বীরত্ব, স্বপ্ন ও ত্যাগের দিকগুলোর প্রতি শিক্ষার্থীদের আগ্রহী করে তোলার। নৈতিক শিক্ষা কোর্সের শিক্ষার্থীদের মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর পরিদর্শন কর্মসূচির অংশ হিসেবে আহ্ছানিয়া মিশন কলেজের ৮ম শ্রেণির ৩০ জন শিক্ষার্থীকে ১৬ সেপ্টেম্বর ২০১৯ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর পরিদর্শন করেন এবং সেখানে মুক্তিযুদ্ধ ও এই প্রজন্মের নৈতিক দায় বিষয়ে আলোচনায় অংশ নেন। *অভিজ্ঞতা বিনিময় ও আগামীর কর্মভাবনা*

করোনাকালে মিশনের মানবিক সেবা কার্যক্রম

বিষয়ক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয় ৪ জানুয়ারি ২০২০, শনিবার রাজধানীর আহ্ছানউল্লা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের অডিটরিয়ামে। কর্মশালায় বক্তারা সমাজের প্রতিনিধিত্বকারী ব্যক্তিবর্গের মাধ্যমে সাধারণ মানুষের কাছে নৈতিকতার বিষয়টি ইতিবাচকভাবে তুলে ধরে এ সমস্যার সমাধান করার পরামর্শ দিয়েছেন। সেন্টার ফর এথিক্স এডুকেশনের (সিইই) উদ্যোগে আয়োজিত এ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মানবাধিকার কমিশনের সাবেক চেয়ারম্যান ও সিইই-র পরিচালক ড. মিজানুর রহমান, সাবেক প্রধান তথ্য কমিশনার প্রফেসর ড. গোলাম রহমান, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব মাহমুদ হাসান, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনস্টিটিউট অব হেল্‌থ ইকোনমিক্সের সাবেক পরিচালক প্রফেসর আবদুল হামিদ, আহ্ছানউল্লা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর ড. মোহাম্মদ ফাজলী ইলাহী, বাংলাদেশ একাডেমি অব সায়েন্সের সচিব প্রফেসর ড. হাসিনা খান, নর্থ আমেরিকান বাংলাদেশি ইসলামী কমিউনিটির (নাবিক) প্রতিনিধি ড. রাশেদ নিজাম, ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের নির্বাহী পরিচালক ড. এম এহ্ছানুর রহমান এবং ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের সাধারণ সম্পাদক ড. খলিলুর রহমান প্রমুখ

৩০ জানুয়ারি শিক্ষক ও ফ্যাসিলিটেটরদের নৈতিক শিক্ষা বিষয়ক বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কর্মশালায় বক্তারা বলেন, আমাদের সম্ভাবনা অনেক, কিন্তু অল্প সংখ্যক অনৈতিক মানুষের জন্য আমরা লজ্জিত হই। আমাদের কাজ হলো, তাদের মধ্যে নৈতিকতা জাগিয়ে তোলা। কর্মশালাটি অনুষ্ঠিত হয় আহ্ছানউল্লা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের অডিটরিয়ামে। ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের সাধারণ সম্পাদক ড. এস এম খলিলুর রহমানের সভাপতিত্বে কর্মশালায় উদ্বোধনী বক্তব্য রাখেন মিশনের নির্বাহী পরিচালক ড. এম এহ্ছানুর রহমান। আরও বক্তব্য রাখেন সিইই'র পরিচালক ড. মিজানুর রহমান, মিশনের মিডিয়া পরামর্শক চিন্ময় মুৎসুদ্দী এবং ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির ডিরেক্টর অব স্টুডেন্টস অ্যাফেয়ার্স সৈয়দ মিজানুর রহমান রাজু। শুভেচ্ছা বক্তব্য ও কর্মশালার উদ্দেশ্য বর্ণনা করেন সিইই'র প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা কাজী আলী রেজা।

আহ্ছানিয়া প্রেস এন্ড পাবলিকেশন্স

নিয়মিতভাবে দৈনিক আলোকিত বাংলাদেশ পত্রিকা মুদ্রণ করছে। অফসেট সেকশনে নিয়মিতভাবে মিশনের প্রধান কার্যালয়সহ বিভিন্ন সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানের ডাইরী, ক্যালেন্ডার, বার্ষিক প্রতিবেদন, মাসিক পত্রিকা, নিউজলেটার, বই-পুস্তক, ব্রোশিওর, প্রশ্নপত্র, অফিসিয়াল প্যাড, মানি-রিসিট, খাম, পোস্টার, স্টিকার, ফাইল কভার, আহ্ছানউল্লাহ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, আহ্ছানিয়া মিশন ক্যান্সার ও জেনারেল হাসপাতাল, ডিএফইডি, নগরদোলা, আমিক ও স্বাস্থ্য সেক্টর এবং ডায়াগনোস্টিক সেন্টারের বিভিন্ন ধরণের ফরমসহ যাবতীয় মুদ্রণ ও ডিজাইনের কাজ করা হয়েছে।

পঞ্চগড়ে আহ্ছানিয়া মিশন চিল্ড্রেন সিটি (এএমসিসি)

পঞ্চগড়ে আহ্ছানিয়া মিশন চিল্ড্রেন সিটি (এএমসিসি) প্রতিষ্ঠার পর প্রতিবেদনকালীন সময় পর্যন্ত ৪৮৯ জন পথশিশুকে ভর্তি করা হয়েছে। এর মধ্যে ২২৪ জনকে নিজ পরিবারে পুন:একিভূত করা হয়েছে। বাকী ২৬৫ জনকে আবাসিক ও আনুষঙ্গিক সুবিধাসহ আনুষ্ঠানিক প্রাক-প্রাথমিক থেকে নিম্ন-মাধ্যমিক শিক্ষা প্রদান করছে। প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষা ২০১৯-এ ২৪ জন শিক্ষার্থী এবং জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট পরীক্ষায় ৪ জন শিক্ষার্থীসহ শতভাগ শিক্ষার্থী পাস করেছে।

মিশনের দুটি নিয়মিত পুরস্কার যথারীতি দেওয়া হয়েছে এবারও। **খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা স্বর্ণপদক** প্রদান করা হয় দেশবরেণ্য জাতীয় অধ্যাপক ড. আনিসুজ্জামান-কে। তিনি ২৭তম পদক প্রাপ্ত ব্যক্তিত্ব। আর **চাঁদ সুলতানা পুরস্কার** দেওয়া হয় ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে। এবারের পুরস্কারপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ সরকারের উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো।

আহ্ছানিয়া মিশন সাপোর্ট ফোরাম

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের বহুমাত্রিক মানবহিতৈষী কর্মকান্ডে জনগণের স্বতস্ফূর্ত অংশগ্রহণকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়ার লক্ষ্যে গঠন করা হয়েছে **আহ্ছানিয়া মিশন সাপোর্ট ফোরাম**। এ পর্যন্ত মানবহিতৈষী ব্যক্তি ২৯ জন প্লাটিনাম লাইফ মেম্বার, ৪৬ জন গোল্ড লাইফ মেম্বার এবং ২৩৭ জন জেনারেল মেম্বার সদস্যভুক্ত হয়েছেন। ফোরাম পঞ্চগড় শিশু নগরীতে স্কুলভবন নির্মাণে ৫০ লক্ষ টাকা আর্থিক সহায়তা প্রদানে সম্মত হয়েছে এবং এর মধ্যে ৮ লক্ষ ১০ হাজার টাকা প্রদান করেছে।

মানবতার সেবায় মিশনের মানবিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নমূলক কার্যক্রম

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের তৃণমূল পর্যায়ের জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক অবস্থানগত পরিবর্তনে জনকল্যাণমুখী উন্নয়ন কর্মসূচি মূলত: ৮টি সেক্টরে বিভাজিত - শিক্ষা, স্বাস্থ্য, অর্থনৈতিক উন্নয়ন, টিভেট, ওয়াস, কৃষি সম্প্রসারণ, মানবাধিকার ও সুশাসন এবং জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগ ব্যাবস্থাপনা। বিভাগগুলো তৃণমূল পর্যায়ে মানুষের কল্যাণে নিরলসভাবে কাজ করছে, বিশেষ করে নারীদের পশ্চাৎপদতার বিষয়টি অগ্রাধিকার দিয়ে।

কোভিড-১৯ বা করোনা সংক্রমণ প্রতিরোধে মিশন তৃণমূল পর্যায়ে উপকারভোগীদের মধ্যে স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে সংক্রমণ কমিয়ে আনা এবং আক্রান্ত রোগীদের চিকিৎসা সেবা প্রদানের মাধ্যমে মারাত্মক আর্থ-সামাজিক বিপর্যয়ের সময়ে দরিদ্র মানুষের পাশে রয়েছে। মিশন রোহিঙ্গা শরনার্থীদের মানবিক সহায়তা প্রদান করছে।

মিশন বিভিন্ন দাতাসংস্থা থেকে তহবিল সংগ্রহ করে ৮টি গুচ্ছে ৬৩টি প্রকল্পের মাধ্যমে এই ৮টি ডিভিশনে এসকল কার্যক্রম ৩২টি জেলার ১৫৩টি উপ-জেলার ৮২৮টি ইউনিয়নে ১৯৮টি ফিল্ড অফিস ও ৫২টি ইনষ্টিটিউশন অফিস এবং ৫ হাজার ৯৩৯জন কর্মকর্তা ও কর্মীর মাধ্যমে বাস্তবায়ন করছে। প্রতিবেদনকালীন সময়ে

৩৭ লক্ষ ৩৯ হাজার ৭৮২জন উপকারভোগী মিশনের সহায়তা ও সেবা পেয়েছে।

শিক্ষা সেক্টর-য়ের কার্যক্রমের মধ্যে ছিল প্রাক-শৈশব শিশু বিকাশ, উপানুষ্ঠানিক প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা, উপানুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষা, স্কুল ফিডিং প্রোগ্রাম, উপানুষ্ঠানিক প্রাথমিক ও নিম্ন-মাধ্যমিক শিক্ষা, ড্রপ-ইন-সেন্টার, সাক্ষরতা ও অব্যাহত শিক্ষা কার্যক্রম, কক্সবাজারে রোহিঙ্গা শরনার্থী ক্যাম্পে এলআরসি প্রতিষ্ঠা।

আহ্ছানউল্লা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (আউস্ট)

আহ্ছানউল্লা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (আউস্ট) সফলতার ২৫তম বর্ষের অর্জন সমূহ হলো- এবছর আন্ডার গ্রাজুয়েট ইঞ্জিনিয়ারিং কোর্স সমূহে শিক্ষার্থী ভর্তি হয়েছেন ৯ শত, বিভিন্ন ডিপার্টমেন্ট থেকে এবছর গ্রাজুয়েট হয়েছেন এক হাজার ৭ শত ২১ জন, আউস্টে আন্ডার গ্রাজুয়েট ও পোস্ট গ্রাজুয়েট ইঞ্জিনিয়ারিং-এর বিভিন্ন কোর্স সমূহে অধ্যয়নরত মোট ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা ৭ হাজার ৫ শত ৪৬ জন আর আউস্টের ৭০ জন শিক্ষক ইউএসএ, ইউকে, অষ্ট্রেলিয়া, কানাডা, ফ্রান্স, জার্মানি, নেদারল্যান্ড, ডেনমার্ক, বেলজিয়াম, জাপান, এবং চীনের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচডি করছেন।

খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা টিচার্স ট্রেনিং কলেজ (কেএটিটিসি)

সফলতার ২৮তম বছরে পদার্পণ করেছে। কলেজের এ বছরের অর্জনের মধ্যে রয়েছে বি.এড এবং এম.এড কোর্সে শিক্ষক-শিক্ষার্থী ভর্তি হয়েছেন ২৬৩ জন, ২০১৯ সালে ১১৩ জন বি.এড পরীক্ষার্থীর মধ্যে পাস করেছেন ১১২ জন, ২০১৯ সালে ৪১ জন এম.এড পরীক্ষার্থীর মধ্যে পাস করেছেন ৪০ জন। কেএটিটিসি-তে বর্তমানে মোট শিক্ষক-শিক্ষার্থী সংখ্যা ২৮৫ জন।

আহ্ছানিয়া মিশন কলেজ (এএমসি)

সফলতার ১৮তম বছরে পদার্পণ করেছে। কলেজের ২০১৯-২০ বছরের অর্জনসমূহ অর্থাৎ ভর্তি সংখ্যা, পাস, জিপিএ প্রাপ্তি সন্তোষজনক।

আহ্ছানউল্লা ইন্সটিটিউট অব টেকনিক্যাল এন্ড ভকেশনাল এডুকেশন এন্ড ট্রেনিং (এআইটিভেট)

সফলতার ২৫তম বর্ষে প্রত্যাশিত সাফল্য অর্জন করেছে। এবছর ৮টি টেকনোলজী বিষয়ে ৪ বছর মেয়াদী ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং এবং ডিপ্লোমা-ইন-টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কোর্সে শিক্ষার্থী ভর্তি সন্তোষজনক। এআইটিভেট-এর ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং পরীক্ষায় পাস করার পর ৬০ শতাংশ শিক্ষার্থীর চাকরি হয়েছে।

বাংলাদেশ আজীবন শিক্ষা ইন্সটিটিউট (বিআইএলএল)

-এর উদ্যোগে একটি আন্তর্জাতিক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয় যেখানে বাংলাদেশ, ভারত ও সুইডেন-এর যে সব প্রতিষ্ঠান ডিজএ্যাবেল পারসনদের নিয়ে কাজ করে সেই সব প্রতিষ্ঠানের ৫০ জন প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন। পাশাপাশি Early Childhood Education (ECE)-এর ওপর আয়োজিত প্রশিক্ষণ কর্মশালায় তিন ব্যাচে বাংলাদেশের ৬৫জন অংশগ্রহণ করেন।

শীতার্ত মানুষের মাঝে কম্বল বিতরণ

আহ্ছানউল্লা ইন্সটিটিউট অব ইনফরমেশন এন্ড কমিউনিকেশন টেকনোলজী (এআইআইসিটি)

-তে কম্পিউটার সায়েন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং, ইলেকট্রনিক্স এন্ড কমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিং-এ বি. এসসি (অনার্স) এবং ব্যাচেলর অব বিজনেস এডমিনিসট্রেশন কোর্সে পাসের হার শতভাগ।

টিভেট সেক্টর বৃত্তিমূলক ও কারিগরি দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ- প্রতিবেদনকালীন ২০১৯-২০ বছরে মিশনের ৬ (ছয়) টি ভকেশনাল ট্রেনিং ইন্সটিটিউটের অর্জন ১৩টি টেকনোলজী বিষয়ে ভর্তি ও পাসের হার সন্তোষজনক। উল্লেখযোগ্য সাফল্য ২০১৯-২০ বছরে পাস করা শিক্ষার্থীদের মধ্যে এক হাজার ২৩৭ জন গ্রাজুয়েটের চাকরি হয়েছে (মেয়ে ৮৮৪ জন ও ছেলে ৩৫৩ জন)। চাকরি প্রাপ্তির হার ৮৬ শতাংশ।

স্বাস্থ্য সেক্টর মিশনের স্বাস্থ্য সেক্টরে প্রতিবেদনকালীন সময়ে (২০১৯-২০) ২০টি প্রকল্প চলমান ছিল। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে: প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা, সংক্রামক ও অসংক্রামক রোগ প্রতিরোধ, টোবাকো কন্ট্রোল কার্যক্রম, টিবি কন্ট্রোল কার্যক্রম, মাদকাসক্ত ব্যক্তিদের চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কেন্দ্র ভিত্তিক কার্যক্রম, HIV/AIDS সচেতনতা শিক্ষা এবং ম্যাটারন্যাল স্বাস্থ্য সেবা। এছাড়া রয়েছে Improvement of the Real Situation of Overcrowding Prisons in Bangladesh (IRSOP), Health and Nutrition Voucher Scheme for the Poor, Extreme Poor and Socially Excluded People (PEPSEP), Improvement of the Real Situation of Overcrowding Prisons in Bangladesh, Integrated Humanitarian Response to the Rohingya Population in Cox's Bazar (IEHRR) Project.

পাশাপাশি আহ্ছানিয়া মিশন ক্যান্সার এন্ড জেনারেল হাসপাতাল (এএমসিজিএইচ),

উত্তরা ও মিরপুর-য়ে ইনডোর ও আউটডোর মিলিয়ে রেডিওলজী ও ইমেজিং সেবা, ল্যাবরেটরী সেবা এবং ফ্রী-সেবা সহ সার্বিক চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে লক্ষাধিক লক্ষাধিক ক্যান্সার রোগীকে।

হেনা আহম্মেদ হাসপাতালে ২০১৯-২০ অর্থবছরে মোট চিকিৎসাসেবা পেয়েছেন আট হাজার ৫২ জন প্রসূতি।

ঢাকা (মিরপুর ও হাজারীবাগ), কুমিল্লা এবং রাজশাহীর ৪টি এলাকায় UPHCSDP-II প্রকল্পের সেবাদান কার্যক্রম পরিচালনা কেন্দ্র থেকে ৩ লক্ষ ৬৪ হাজার ৩৬জন রোগী চিকিৎসা সেবা গ্রহণ করেছেন।

ড্রাগ ট্রিটমেন্ট ও রিহ্যাবিলিটেশন কার্যক্রম মূলত গাজিপুর, যশোর ও ঢাকায় (মেয়েদের জন্য) অবস্থিত আমিক ড্রাগ ট্রিটমেন্ট ও রিহ্যাবিলিটেশন সেন্টারগুলোর মাধ্যমে চলমান রয়েছে। এখানে ভর্তি রোগীর পূর্ণ চিকিৎসা সহ ব্যক্তিগত, গ্রুপ, ও পরিবার পর্যায়ে কাউন্সেলিং, কাউন্সেলিং পরবর্তি ফলো-আপ, মনো-সামাজিক শিক্ষা সেসন পরিচালানা ও সাইকিয়াট্রিক চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে।

অর্থনৈতিক উন্নয়ন সেক্টর **ডাম ফাউন্ডেশন ফর ইকনমিক ডেভলপমেন্ট** বাংলাদেশের গ্রাম অঞ্চলে দারিদ্র বিমোচনে নারীর ক্ষমতায়ন ও আত্ম-কর্মসংস্থান সৃষ্টির উদ্দেশ্যে ক্ষুদ্রঋণ সহায়তা কর্মসূচি ১৮টি জেলার ৭৪টি উপজেলার ২৬৭টি ইউনিয়নে ৭হাজার ১৪২টি দলের এক লক্ষ ২৪ হাজার ৯৪৬জন সদস্যকে ১০৬টি ব্রাঞ্চ এবং ১৮টি এরিয়া অফিসের মাধ্যমে পরিচালনা করছে। বর্তমান অর্থ বছরে ক্ষুদ্রঋণ সহায়তা কর্মসূচিতে মোট ঋণ গ্রহীতার সংখ্যা ৯০ হাজার ৮২৫, মোট বিনিয়োগ ২,১১৫.২২ মিলিয়ন টাকা, মোট সদস্য সঞ্চয় ৯৬৭.৮১ মিলিয়ন টাকা, এবং রিকভারি রেট ৯৯.৪৪ শতাংশ।

ডিপোজিট পেনসন স্কীম ক্রম-বৃদ্ধি ও ক্রম-পুঞ্জিভূত হয়ে বর্তমানে ২০৯.২৬ মিলিয়ন টাকা হয়েছে। প্রতিবেদনকালীন সময়ে দুই হাজার ২৩৮ জন হত-দরিদ্র বিভিন্ন আয় সৃজনী কার্যক্রম গ্রহণের জন্য ৩০.০৩ মিলিয়ন টাকা ক্ষুদ্র ঋণ গ্রহণ করেছেন। উল্লেখ্য এক হাজার ২০১ জন ভিক্ষুক কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে ২৬.৯০ মিলিয়ন টাকা ক্ষুদ্রঋণ সহায়তা পেয়েছেন।

আহ্ছানিয়া মিশন বুক ডিস্ট্রিবিউশন হাউজ (এএমবিডিএইচ) প্রতিবেদনকালীন সময়ে বিশ্বের স্বনামধন্য যেমন: Taylor & Francis Group UK, Sage Publications UK, John Wiley USA, Pearson USA, Trafalgar USA, Springer Nature Germany, Atlantic Pub. India, CBS Pub. India, TAN Prints India etc পাবলিসার্স/ডিস্ট্রিবিউটরদের বৈজ্ঞনিক ও প্রযুক্তিগত প্রকাশনা সমূহ বালাদেশের পেশাজীবী, লাইব্রেরী ও একাডেমিক ইন্সটিটিউশনগুলোয় সরবরাহ করছে। ২০১৯-২০ বছরে এএমবিডিএইচ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, বুয়েট, বিইউপি, বাংলাদেশ কৃষি বিস্শ্ববিদ্যালয় (বিএইউ), শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (এসইউএসটি), বাংলাদেশ ওশানওগ্রাফি রিচার্স ইন্সটিটিউট (বিওঅরআই), বিএসএমআর মেরিটাইম ইউনিভার্সিটি, ন্যাশনাল ইন্সটিটিউট অব ল্যাবরেটরী এন্ড রিচার্স সেন্টার (এনআইএলএমআরসি), ন্যাশনাল ইন্সটিটিউট অব প্রিভেন্টিভ এন্ড সোসাল মেডিসিন (নিপসম), লেদার রিচার্স ইন্সটিটিউট, এমআইএসটি, ডিএসসিএসসি, ডুয়েট-এ বিদেশী প্রকাশকের বই সরবরাহ করেছে। এএমবিডিএইচ ২০১৯-২০ সালের নির্ধারিত লক্ষ্যের ৯৭ শতাংশ অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। প্রতিবেদনকালীন সময়ে এএমবিডিএইচ ১১ লক্ষ ১১ হাজার ৩৬ টাকা আয়কর ও ১১ লক্ষ ৮০ হাজার ৫৫৯ টাকা ভ্যাট প্রদান করেছে।

মুন্সিগঞ্জের হেনা আহমেদ শান্তি নিবাস

আন্তর্জাতিক নারী দিবস পালন অনুষ্ঠানে ভাষণ দিচ্ছেন মিশনের সাধারণ সম্পাদক ড. এস এম খলিলুর রহমান

হজ্ব ফাইন্যান্স কোম্পানী লি. (এইচএফসিএল) মূলত: পবিত্র ভূমিতে হজ্বব্রত পালনে ইচ্ছুক ব্যক্তিদের সঞ্চয় স্থিতি তহবিল গঠনে সহায়তার মধ্য দিয়ে উদ্বৃত্ত তহবিল শরিয়াহ্ভিত্তিক অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে অর্থায়ন করছে। ২০১৯-২০ বছরের **অর্জনসমূহ:** নতুন বিতরণ করা হয়েছে ২৪৭.৪৭ মিলিয়ন টাকা, সামগ্রিক অপারেটিং আয় বৃদ্ধি হয়েছে ৪.৭১ শতাংশ বা ১৪.২১ মিলিয়ন টাকা। বিনিয়োগের ওপর মোট লাভ হয়েছে ২৬৮.০৮ মিলিয়ন টাকা। মোট পরিচালন আয় হয়েছে ২৮১.০৯ মিলিয়ন টাকা। মোট পরিচালন ব্যয় হয়েছে ১৪২.৮২ মিলিয়ন টাকা। মোট লাভ হয়েছে ১৩৮.২৬ মিলিয়ন টাকা। প্রতি শেয়ারে আয় হয়েছে ০.৬৬ মিলিয়ন টাকা।

এছাড়া সৌহার্দ প্রকল্প III, ওয়াস সেক্টর, মানবাধিকার ও সুশাসন সেক্টর, জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সেক্টর ও দাতব্য সহায়তা, এবং রোহিঙ্গাদের মানবিক সেবা ও সহায়তা প্রদান কার্যক্রম সাফল্যের সাথে অব্যাহত ছিল।

‘কাজী রফিকুল আলম ও উন্নয়ন অগ্রযাত্রায় ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন’

বইয়ের প্রকাশনা অনুষ্ঠানে বক্তারা

কাজী রফিকুল আলম একজন অনুকরণীয় মানুষ

‘কাজী রফিকুল আলম ও উন্নয়ন অগ্রযাত্রায় ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন’ বইয়ের প্রকাশনা অনুষ্ঠানে অতিথিবৃন্দ

কাজী রফিকুল আলম একজন অনুকরণীয় মানুষ। ‘কাজী রফিকুল আলম ও উন্নয়ন অগ্রযাত্রায় ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন’ শীর্ষক বইটি শুধু স্মৃতিচারণ নয়, বা একটি ঐতিহাসিক দলিল নয়, এটা সামনে এগিয়ে যাওয়ার জন্য অন্যতম চিন্তার সম্পদ।

২৮ নভেম্বর ২০২০, শনিবার রাজধানীর ধানমন্ডিস্থ ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের প্রধান কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত ‘কাজী রফিকুল আলম ও উন্নয়ন অগ্রযাত্রায় ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন’ বইয়ের প্রকাশনা অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ব্র্যাক-এর চেয়ারপার্সন ও পিপিআরসি’র নির্বাহী চেয়ারম্যান ড. হোসেন জিল্লুর রহমান একথা বলেন।

তিনি আরও বলেন, প্রাতিষ্ঠানিক অবয়বে কাজী রফিকুল আলম যে সফলতা নিয়ে এসছেন তার নিজের জীবনে এবং তার প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে অগনিত মানুষের জীবনে তারচেয়েও গুরুত্বপূর্ণ মনে করি দর্শনের সাথে মিশনের সমন্বয়।

অনুষ্ঠানের মধ্যমনি কাজী রফিকুল আলম বলেন, কর্মযজ্ঞে বাস্তবতার এক উজ্জ্বল উদাহরণ ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন। আমরা এরই মধ্যে রাষ্ট্রীয় সর্বোচ্চ স্বীকৃতি ‘স্বাধীনতা পদক’ পেয়েছি। আন্তর্জাতিকভাবেও অনেক স্বীকৃতি রয়েছে আমাদের কাজের। এ তালিকা দীর্ঘ।

তিনি আরও বলেন, আত্মতৃপ্তির কোনো সুযোগ নেই। সকল ক্ষেত্রেই আমাদের আরো অনেক কাজ বাকি রয়েছে। সময় খুব দ্রুত চলে যাচ্ছে। আমাদেরকে দায়িত্বশীলতার সাথে কাজ করতে হবে। পরিবর্তনশীল পৃথিবীর সাথে নতুন নতুন উদ্যোগ নিয়ে কাজ করে যেতে হবে।

অনুষ্ঠানে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক উপদেষ্টা ও গণসাক্ষরতা অভিযান-এর নির্বাহী পরিচালক রাশেদা কে চৌধুরী বলেন, প্রতিষ্ঠান গড়তে গড়তে কাজী রফিকুল আলম নিজেই একটি প্রতিষ্ঠান হয়ে গেছেন। তিনি এক্ষেত্রে একজন রোল মডেল। নারী উন্নয়নের ক্ষেত্রে তাঁর যে মূল্যবোধ তা অতুলনীয়।

প্রফেসর ড. এম. শমশের আলী বলেন, কাজী রফিকুল আলম একজন স্বপ্নদ্রষ্টা।

সাবেক সচিব ও এনবিআর-এর সাবেক চেয়ারম্যান ড. আব্দুল মজিদ বলেন, তাঁর চিন্তা-চেতনা এবং ভালো কাজের নিদর্শন আল্লাহতাআলা কবুল করেছেন।

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের সাধারণ সম্পাদক ড. এসএম খলিলুর রহমানের সভাপতিত্বে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য প্রদান করেন বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নর ও বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ ড. সালেহউদ্দিন আহমেদ, বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ এবং জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের সাবেক চেয়ারম্যান মুহম্মদ এলতাস উদ্দিন, অধ্যাপক শফিউল আলম, জনাব সাখাওয়াত আলী, ও আব্দুল বারী-আল বাকী।

অনুষ্ঠানে সূচনা বক্তব্য প্রদান করেন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের সেন্টার ফর ইন্টারন্যাশনাল এডুকেশন এন্ড ডেভেলপমেন্ট (সিনেড)-এর সাবেক প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা শাহনেওয়াজ খান। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের নির্বাহী পরিচালক ড. এম. এহ্ছানুর রহমান।

এছাড়াও অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ভাইস-চ্যান্সেলর ড. এমএইচ খান, প্রফেসর আবু তৈয়ব আবু আহমেদ, বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নর ড. ফরাসউদ্দিন আহমেদ, সাবেক স্বাস্থ্যসচিব ফজলুর রহমান ও হজ্ব ফাইন্যান্স কোম্পানির ব্যবস্থাপনা পরিচালক রুমী এহ্সানুল হকসহ বিভিন্ন শ্রেণিপেশার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ।

হজরত খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.) সারাজীবন ধর্মতত্ত্ব আর ইহজাগতিকতার সমন্বয়ে মানবতার জয়গান গেয়েছেন। তাঁর এই জীবনদর্শনের ধারক হিসেবে ‘স্রষ্টার এবাদত ও সৃষ্টের সেবা’ মূলমন্ত্র নিয়ে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন নামে তিনি যে বীজটি বপণ করেছিলেন, তার কাজের পরিধি আজ দেশের সীমানা পেরিয়ে সারা বিশ্বে প্রসারিত হয়েছে। মিশন প্রতিষ্ঠাতার অনুপম আদর্শ অনুসারী কাজী রফিকুল আলম এই মিশনকে সারা বিশ্বে পরিচিত করে তোলার অন্যতম পুরোধা ব্যক্তিত্ব।

কাজী রফিকুল আলমকে যাঁরা কাছ থেকে দেখেছেন, যাঁরা তাঁর সংস্পর্শে এসেছেন, যাঁরা তাঁর সাথে কাজ করেছেন এমন দেশি-বিদেশি কিছু ব্যক্তিবর্গের লেখা নিয়ে সাজানো হয়েছে ‘কাজী রফিকুল আলম ও উন্নয়ন অগ্রযাত্রায় ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন’ বইটি।

“ধূমপানমুক্ত সাইনেজ না থাকলে পাবলিক পরিবহনের ফিটনেস প্রদান নিষিদ্ধ” বিআরটিএ কর্তৃপক্ষ

পাবলিক পরিবহনের ফিটনেস প্রদানকালে ধূমপানমুক্ত সাইনেজ প্রর্দশিত রাখার বিষয়টি নিশ্চিত করা নিয়ে সম্প্রতি বিআরটিএ এর আন্তদপ্তরসমূহে একটি নির্দেশনা প্রদান করে। নির্দেশনায় বলা হয়- যদি কোন পাবলিক পরিবহণে ধূমপানমুক্ত সাইনেজ প্রর্দশন না করে তা হলে বিআরটিএ কর্তৃপক্ষ তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন অনুসারে কঠিন পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

গত ৭ সেপ্টেম্বর ২০২০ বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক আয়োজিত ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন ও ক্যাম্পেইন ফর টোব্যাকো ফ্রি কিডস(সিটিএফকে)-এর সহযোগিতায় বিআরটি-এর সদর দপ্তরের সম্মেলন কক্ষে “পাবলিক পরিবহনে তামাকজাত দ্রব্যের ব্যবহার সংক্রান্ত বেইজলাইন সার্ভের প্রতিবেদন প্রকাশ ও করণীয়” শীর্ষক সভা অনুষ্ঠিত হয়। আলোচ্য সভায় গবেষণা প্রতিবেদন উপস্থাপনকালে রাজধানীর শতভাগ পাবলিক পরিবহন (বাস) তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন মানছে না এ তথ্য চিত্র উঠে আসে। রাজধানীর ২২টি রুটে এবং ৪১৭টি ননএসি বাসে ক্রসসেকশোনাল জরিপ কার্যটি পরিচালিত হয়। জরিপ পরিচালনার সময় দেখা যায় যে ৯১.৩% চালক ও হেলপারগণ সরাসরি বাসে ধূমপান করে। যদিও তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন অনুসারে সকল পাবলিক পরিবহন ১০০% তামাক ও ধূমপানমুক্ত রাখতে হবে।

উক্ত সভার অন্যতম সুপারিশ ছিল পাবলিক পরিবহনের ফিটনেস প্রদানকালে ধূমপানমুক্ত সাইনেজ আইন অনুসারে প্রর্দশিত না হলে পরিবহনের ফিটনেস প্রদান করা হবে না।

উল্লেখ্য, সরকার ধূমপান ও তামাকজাতা দ্রব্য ব্যবহারের ক্ষতিকর দিক বিবেচনা করে “ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন ২০০৫” প্রণয়ন করেছে। উল্লেখিত আইনের ৮ ধারা অনুসারে পাবলিক পরিবহণের মালিক, তত্ত্বাবধায়ক, নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তি বা ব্যবস্থাপক সংশ্লিষ্ট যানবাহনে “ধূমপান হইতে বিরত থাকুন, ইহা শাস্তিযোগ্য অপরাধ” সংম্বলিত নোটিশ বাংলায় এবং ইংরেজি ভাষায় প্রদর্শনের নির্দেশনা রয়েছে। ২০১৬ সালের ৩১ জানুয়ারি ঢাকায় অনুষ্ঠিত দক্ষিণ এশীয় স্পীকার সম্মেলনের সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী ২০৪০ সালের পূর্বেই বাংলাদেশ থেকে তামাক ও তামাকজাত দ্রব্যের ব্যবহার নির্মূলের প্রত্যয় ব্যক্ত করেছেন।

হেনা আহমেদ শান্তি নিবাসে বিশ্ব প্রবীণ দিবস উদযাপন

মুন্সিগঞ্জে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন পরিচালিত হেনা আহমেদ শান্তি নিবাসে বিশ্ব প্রবীণ দিবস উদযাপনের চিত্র

আমরা জানি প্রবীণ জীবন মানুষের একটি স্বাভাবিক পরিণতি। জাতীয় প্রবীণ নীতিমালা ২০১৩ এবং জাতিসংঘ ঘোষণা অনুযায়ী বাংলাদেশে ৬০ বছর এবং তদুর্দ্ধ বয়ষের ব্যক্তিদের প্রবীণ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। পরবর্তীতে রাষ্ট্রপতি ২০১৮ সালের ২৭ শে নভেম্বর প্রবীণ জনগোষ্ঠীকে সিনিয়র সিটিজেন ঘোষণার মধ্য দিয়ে তাদেরকে স্বীকৃতি প্রদান ও সম্মানিত করেছেন । বর্তমানে মোট জনসংখ্যার ৭% প্রবীণ এবং দিন দিন এর সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। নানা কারণে এ প্রবীণ জনগোষ্ঠীর একটি অংশের পরিবারের সাথে থাকা সম্ভব হয় না।

প্রবীণ জনগোষ্ঠীর নিরাপদ ও স্বাস্থ্যসম্মত আবাসন সমস্যার সমাধানকল্পে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন মুন্সিগঞ্জ জেলার শ্রীনগর উপজেলার হাঁসাড়া ইউনিয়নের আলমপুর গ্রামের অত্যন্ত মনোরম ও নির্মল পরিবেশে হেনা আহমেদ শান্তি নিবাস প্রতিষ্ঠা করেছে। অভিজ্ঞ ও আন্তরিক কর্মী দ্বারা পরিচালিত হেনা আহমেদ শান্তি নিবাসে নিরাপদ, স্বাস্থ্যসম্মত,পরিচ্ছন্ন ও দূষণমুক্ত পরিবেশে প্রবীণদের থাকার পাশাপাশি রয়েছে মানসম্মত খাবার,নিয়মিত স্বাস্থ্যসেবা, চিত্তবিনোদনের সুবিধা, প্রবীণদের সামাজিক কাজে অংশগ্রহণের সুযোগ এবং সামাজিক স্বীকৃতি ও সম্মানের নিশ্চয়তা।

বর্তমানে করোনাকালীণ সময়ে প্রবীণদের শারিরীক ও মানষিক ঝুকিঁ অনেকাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে।বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাসহ বংলাদেশ স্বাস্থ্য বিভাগের পক্ষ থেকে তাই প্রবীণদের প্রতি আরো বেশী যত্নশীল ও আন্ড়রিক হওয়ার আহবান এসেছে। প্রবীণদের অধিকার ও নিরপত্ত্বা নিচ্ছিত করনের লক্ষ্যে আন্ড়র্জার্তিকভাবে বিশ্ব প্রবীণ দিবস উদ্যাপিত হয়ে আসছে।এবছরও আন্ড়র্জার্তিকভাবে ১লা অক্টোবর ২০২০ দিবসটি উদযাপনের উদ্যোগ গ্রহন করা হয়েছে।এ বছর সরকারও জাতীয়ভাবে দিবসটি উদ্যাপনের উদ্যোগ গ্রহন করেছে তবে সামাজিক দূরত্ব মেনে এবং নিজ নিজ প্রষ্ঠিানে।এ বছরের প্রবীণ দিবসের প্রতিপাদ্য হচ্ছে “বৈশ্বিক মহামারীর বার্তা, প্রবীণদের সেবায় নতুন মাত্রা”।

০১ অক্টোবর ২০২০ মুন্সিগঞ্জ জেলার, শ্রীনগর উপজেলার, হাঁসাড়া ইউনিয়নের, আলমপুর গ্রামে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন কতৃর্ক পরিচালিত হেনা আহমেদ শান্তি নিবাসের প্রবীণদের নিয়ে ঘরোয়া পরিবেশে দিবসটি উদযাপন করা হয়। হেনা আহমেদ শান্তি নিবাসে বসবাসরত প্রবীণদের মধ্যে এক হাস্য উজ্বল প্রফুল্ল দৃশ্য দেখা যায়। উক্ত দিবস উদ্পান অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন প্রবীণদের সন্তান ও আত্মীয়স্বজন এবং ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন স্বাস্থ্য সেক্টরের কর্মকর্তা ও হেনা আহমেদ শান্তি নিবাসের কর্মীবৃন্দ।

কোভিড ১৯ সংকটের মধ্যেও জাতীয় ভিটামিন-এ প্লাস ক্যাম্পেইন-২০২০ যাত্রা অব্যহত

জাতীয় ভিটামিন-এ প্লাস ক্যাম্পেইনে শিশুদের ভিটামিন এ প্রদান করা হচ্ছে

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন পরিচালিত ও স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয় বাস্তবায়িত (ঢাকা উত্তর সিটি কর্পারেশন, দক্ষিণ সিটি সিটি কর্পারেশন, কুমিল্লা সিটি কর্পারেশন এবং রাজশাহী সিটি কর্পারেশন) এলায়ায় ৪ অক্টোবর থেকে শুরু হয় পক্ষকালব্যাপী জাতীয় ভিটামিন-এ প্লাস ক্যাম্পেইন। ক্যাম্পেইনের কার্যক্রম চলে ১৭ অক্টোবর পর্যন্ত।

ঢাকা উত্তর সিটি কর্পারেশন বাস্ড়বায়িত ও ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন পরিচালিত ডিএনসিস পিএ-৩ এলাকায় মিরপুর মাতৃসদনে ভিটামিন-এ প্লাস ক্যাম্পেইন উদ্বোধন করেন ঢাকা উত্তর সিটি কর্পারেশনর প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (অতিরিক্ত সচিব) মো. সেলিম রেজা, এসময় উপস্থিত ছিলেন প্রধান স্বাস্থ্য কর্মকর্তা ব্রিগে. জেনা. মো. মোমিনুর রহমান মামুন, উপ-প্রধান স্বাস্থ্য কর্মকর্তা লে. কর্ণেল মো. গোলাম মোস্তফা সারওয়ার আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তা সালেহা বিনতে সিরাজসহ ডিএনসিস উধ্বর্তন কর্মকর্তাবৃন্দ এবং ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের পরিচালক স্বাস্থ্য ও ওয়াশ সেক্টর ইকবাল মাসুদ, প্রকল্প ব্যবস্থাপক ডা. নায়লা পাভিনসহ প্রকল্পের কর্মকর্তাবৃন্দ।

ভিটামিন-এ ক্যাপসুল খাওয়ানোর মাধ্যমে শিশুর অন্ধত্ব প্রতিরোধ, দেহের স্বাভাবিক বৃদ্ধি নিশ্চিত হয়। এছাড়া সকল ধরনের মৃত্যুর হার ২৪ শতাংশ, হামজনিত মৃত্যুহার ৫০ শতাংশ এবং ডায়রিয়াজনিত মৃত্যুহার ৩০ শতাংশ কমায় । এই সময়ে নির্ধারিত টিকাদান কেন্দ্রগুলোতে পর্যায়ক্রমে ৬ থেকে ১১ মাস বয়সী শিশুদের একটি নীল রঙের এবং ১২ থেকে ৫৯ মাস বয়সী শিশুদের একটি লাল রঙের উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন ভিটামিন-এ ক্যাপসুল খাওয়ানো হবে। কোভিড-১৯ পেক্ষাপটে অভিভাবকরা অবশ্যই স্বাস্থ্যবিধি মেনে মাস্ক পরে সাবান-পানি দিয়ে হাত ধুয়ে শিশুদের ভিটামিন-এ ক্যাপসুল খাওয়ানোর জন্য কেন্দ্রে নিয়ে আসবেন।

বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মধ্যে নগদ টাকা ও সবজি বীজ বিতরণ

Read Foundation-এর আর্থিক সহযোগিতায় “Zakat for Flood Affected Farmers, Jamalpur Project, Bangladesh” প্রকল্পটি জামালপুর জেলার সদর উপজেলায় কেন্দুয়া ও শরিফপুর ইউনিয়নে বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত ক্ষুদ্র কৃষক ও দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মধ্যে খাদ্য ও স্বাস্থ্য সামগ্রী সহায়তা এবং বন্যা পরবর্তী কৃষি পুনর্বাসনে কাজ করে যাচ্ছে। প্রকল্পটির ধারাবাহিক কার্যক্রমের অংশ হিসেবে ২১ অক্টোবর ২০২০ ২১৭ জনসহ মোট ৫২৮ জনের মধ্যে বন্যায় আক্রান্ত ক্ষুদ্র কৃষক ও দরিদ্র সদস্যদের মধ্যে জামালপুর সদর উপজেলার শরিফপুর ইউনিয়নে অবস্থিত শরিফপুর উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে বন্যা পরবর্তী কৃষি পুনর্বাসনে সার, কীটনাশক ও গবাদিপশুর খাদ্য ক্রয় বাবদ নগদ টাকা ও ইনপুট (সবজি বীজ) বিতরণ করা হয়। সবজি বীজের মধ্যে ছিল লাউ, মিষ্টি কুমড়া, বেগুন, টমেটো, মরিচ ও পেঁপের বীজ এবং নগদে ৭৫০ টাকা। ইতোমধ্যে খাদ্য ও স্বাস্থ্য সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে। বাকী ৩১১ জনের মধ্যে নগদ টাকা ও সবজি বীজ ২২ অক্টোবর ২০২০ তারিখে কেন্দুয়া ইউনিয়নে বিতরণ করা হয়। বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন জামালপুর সদর উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা। বিশেষ অতিথি ছিলেন শরিফপুর ইউনিয়ন চেয়ারম্যান মো. আলম আলী। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন ডিএফইডি'র ময়মনসিংহ জোনের এরিয়া ম্যানেজার মো. দিদারুল ইসলাম খান। প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেন কৃষিবিদ মো. নিয়ামুল কবীর, সিনিয়র প্রিন্সিপাল অফিসার (কৃষি), ডিএফইডি, ঢাকা। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন জামালপুর সদর ব্রাঞ্চের ম্যানেজার মো. সাইদুর রহমান। প্রধান অতিথি বলেন, ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের এ ধরনের উদ্যোগ প্রশংসার দাবিদার। এ প্রকল্পের মাধ্যমে এ এলাকার বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত ক্ষুদ্র কৃষক ও দরিদ্র জনগোষ্ঠীর খাদ্য চাহিদা,স্বাস্থ্য সুরক্ষা এবং বন্যা পরবর্তী কৃষি পুর্নবাসনে ভূমিকা রাখবে বলে আমার বিশ্বাস। তিনি আরও বলেন, এ প্রকল্প বাস্তবায়নে উপজেলা কৃষি অফিস বন্যা পরবর্তী কৃষি পুনর্বাসনে সার্বিকভাবে সহায়তা করবে।

জামালপুরে বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের মাঝে নগদ টাকা ও সবজি বীজ বিতরণ

যশোরে বিশ্ব মানসিক স্বাস্থ্য দিবস উদযাপনের অংশ হিসেবে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভা

বিশ্ব মানসিক স্বাস্থ্য দিবস উদযাপন

"সবার জন্য মানসিক স্বাস্থ্য ঃ অধিক বিনিয়োগ-অবাধ সুযোগ" এই স্লোগানে পালিত হলো বিশ্ব মানসিক স্বাস্থ্য দিবস। এই দিবস উদযাপনকে কেন্দ্র করে ১০ অক্টোবর ২০২০ আহ্ছানিয়া মিশন মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কেন্দ্র গাজীপুর, যশোর পুরুষ কেন্দ্র এবং ঢাকাতে নারী কেন্দ্রে বিভিন্ন প্রোগ্রাম আয়োজন করা হয়। আহ্ছানিয়া মিশন মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কেন্দ্র গাজীপুরের উদ্যোগে উক্ত কেন্দ্রে চিকিৎসা গ্রহণকারী রোগীদের নিয়ে "মাদকাসক্ত ব্যক্তিদের মানসিক স্বাস্থ্য উন্নয়ন" এর উপর একটি বিশেষ আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় মূল প্রবন্ধ পাঠ করেন চিকিৎসা কেন্দ্রের কাউন্সেলর আবু হাসান মন্ডল। এছাড়াও চিকিৎসা কেন্দ্রের কেন্দ্র ব্যবস্থাপক মিজানুর রাহমান, কাউন্সিলর, কেস ম্যানেজার, প্রোগ্রামারসহ অন্যান্যরা।

আহ্ছানিয়া মিশন মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কেন্দ্র যশোরের উদ্যোগে মাদকাসক্তি চিকিৎসা গ্রহণকারী রোগীদের পরিবারের সদস্যদের নিয়ে কেন্দ্রে আলোচনা সভা, মানববন্ধন ও র‍্যালি অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনা সভায় দিবসের তাৎপর্য ও মানসিক স্বাস্থ্যের গুরুত্ব তুলে ধরেন চিকিৎসা কেন্দ্রের ব্যবস্থাপক মো. আমিরুজ্জামান। সভায় প্রধান আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ডা. মো. আব্দুস সালাম (সেলিম), মনোরোগ বিশেষজ্ঞ, সহকারী অধ্যাপক কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, কুষ্টিয়া।

এছাড়াও সভায় আর উপস্থিত ছিলেন চিকিৎসা কেন্দ্রের কেস ম্যানেজার, প্রোগ্রামারসহ অন্যান্যরা। ঢাকাতে নারী কেন্দ্রে উক্ত দিবস উদযাপনে শেয়ারিং মিটিং এর আয়োজন করা হয়। উক্ত প্রোগ্রামে রিকভারী এবং কেন্দ্রে চিকিৎসা নিতে আসা পরিবারের সদস্যদগন এবং এই সেবার সাথে সম্পৃক্ত পেশাজীবিগন সভায় অংশগ্রহণ করেন। স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন কেন্দ্রের প্রোগ্রাম অফিসার উম্মে জান্নাত। বিশেষজ্ঞ আলোচক ছিলেন ডা. আক্তারুজ্জামান সেলিম, মনোচিকিৎসক,নারী কেন্দ্রের কাউন্সেলর ফারজানা আক্তার সুইটি এবং কেস ম্যানেজার মমতাজ খাতুন।

লার্নিং শেয়ারিং ওয়ার্কশপে বক্তারা

কোভিড-১৯ বিষয়ক শিখন কর্মশালা

সম্প্রতি রাজধানীর ধানমন্ডিস্থ ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন অডিটোরিয়ামে 'কোভিড-১৯ অক্সফাম রেসপন্স টু দ্যা প্যানডেমি' প্রকল্পের শিখন ও মতবিনিময় বিষয়ক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালায় সভাপতিত্ব করেন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের সাধারণ সম্পাদক ড.এসএম খলিলুর রহমান এবং প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মো. আতিকুল হক। এ ছাড়াও বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মো. রবিউল আলম, সহকারী কমিশনার (ভূমি), ধানমন্ডি সার্কেল, ঢাকা, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের ৩৪নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর শেখ মোহাম্মাদ হোসেন, ওয়ার্ড নং ২৯, ৩০ ও ৩২ এর মহিলা কাউন্সিলর শাহিন আক্তার সাথী এবং অক্সফ্যাম ইন বাংলাদেশ-এর প্রকল্প সমন্বয়কারী, মোসাম্মৎ সাইদা বেগম। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস ইউনিটের প্রধান মো. জাহাঙ্গীর আলম। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে মো. আতিকুল হক বলেন, করোনাকালীন সময়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর সরকারিভাবে ১০ কোটি পরিবারকে সহায়তা প্রদান করে। অর্থনৈতিক দুর্যোগ থেকে রেহাই পাওয়ার সাথে সাথে সামাজিক দুর্যোগ থেকে আমাদের মুক্তি পেতে হবে। বিশেষ অতিথির বক্তব্যে মো. রবিউল আলম বলেন, বাংলাদেশে মার্চ মাসে প্রথম করোনা আক্রান্ত রোগী চিহ্নিত হওয়ার পর থেকে মাঠ পর্যায়ে সরকারের পক্ষে কাজ করে আসছি। করোনায় ক্ষতিগ্রস্থ পরিবারকে সহায়তা প্রদানের জন্য সরকার ৩৩৩ হেল্পলাইন চালু করে।

বরগুনায় প্রকল্প সম্প্রসারণ কর্মশালা

বরগুনায় মুগডাল ভ্যালু চেইন উন্নয়ন প্রকল্পের প্রকল্প সম্প্রসারণ কর্মশালায় বক্তারা

গত ১ অক্টোবর ২০২০ বরগুনা সদরের জাগো নারী অফিসের হলরুমে মুগডাল ভ্যালু চেইন উন্নয়ন প্রকল্পের প্রকল্প সম্প্রসারণ কর্মশালার আয়োজন করা হয়। উক্ত কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের জেলা মার্কেটিং অফিসার টি, এম, মাহবুবুল হাসান। বিশেষ অতিথি ছিলেন বরগুনা সদর উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা মো. মোস্তাফিজুর রহমান। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বরগুনা জেলা এনজিও ফোরামের সভাপতি মো. মোতালেব মৃধা।

উল্লেখ্য, ডিএফইডি পিকেএসএফ-এর আর্থিক সহযোগিতায় "Promoting Agricultural Commercialization and Enterprises (PACE)" প্রকল্পের আওতায় "আধুনিক পদ্ধতিতে মুগডাল চাষের মাধ্যমে উদ্যোক্তার আয় বৃদ্ধিকরণ শীর্ষক ভ্যালু চেইন উপ-প্রকল্পের মাধ্যমে বরগুনা জেলার সদর উপজেলায় সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর খাদ্য নিরাপত্তা ও টেকসই জীবন-জীবিকার উন্নয়ন বিশেষ করে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের লাভজনক ব্যবসার সুযোগ ও ব্যবসার পরিবেশের উন্নয়ন করার লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। প্রকল্পটি সম্প্রসারিত হয় যা ০১ নভেম্বর ২০১৬ থেকে ৩০ নভেম্বর ২০২০ পর্যন্ত চলে। ইতিমধ্যে এ প্রকল্পের মাধ্যমে বারি-৬ জাতের মুগডাল চাষাবাদ করার সুফল উপজেলার সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে এবং কৃষকরা সনাতন পদ্ধতি পরিহার করে আধুনিক পদ্ধতিতে মুগডাল চাষাবাদ করার প্রতি আগ্রহী হয়েছে। পাশাপাশি অত্র এলাকায় মুগডালের ব্যবহার আগের তুলনায় অনেকগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে।

কর্মশালায় স্বাগত বক্তব্য দেন ডিএফইডি'র বরগুনা এরিয়ার এরিয়া ম্যানেজার কাজী জসিম উদ্দিন। মুগডাল ভ্যালু চেইন উন্নয়ন প্রকল্প সম্পর্কে উপস্থাপন ও ভিডিও প্রদর্শন করেন ডিএফইডি'র প্রকল্প সমন্বয়কারী ও সিনিয়র প্রিন্সিপাল অফিসার (কৃষি) কৃষিবিদ মো. নিয়ামুল কবীর। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বরগুলা জেলার বিভিন্ন এনজিও-এর নির্বাহী পরিচালক ও প্রতিনিধি, বীজ ও কীটনাশক কোম্পানীর প্রতিনিধি এবং ব্যবসায়ীবৃন্দ। এছাড়াও অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন প্রকল্পের ভ্যালু চেইন ফ্যাসিলিটেটর ধনঞ্জয় কুমার রায়, ফিল্ড ফ্যাসিলিটেটর মো. তোফাজ্জল হোসেন ও সবুজ কুমার বিশ্বাস এবং প্রকল্পের উপকারভোগী।

জেলা প্রশাসনের কাছে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের মাস্ক হস্তান্তর

২০ ডিসেম্বর ২০২১ ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন (ডাম)-এর পক্ষ থেকে কোভিড-১৯ মহামারিতে সরকারের চলমান মাস্ক ব্যবহার সম্পর্কিত সচেতনতাবৃদ্ধিমূলক কার্যক্রমের অংশ হিসেবে ঢাকার জেলা প্রশাসকের কাছে ৫০০০ ফেস মাস্ক হস্তান্তর করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের সাধারণ সম্পাদক ড. এসএম খলিলুর রহমান ঢাকা জেলার জেলা প্রশাসক মো. শহীদুল ইসলামের কাছে মাস্ক হস্তান্তর করেন। অনুষ্ঠানে জেলা প্রশাসনও ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। মো. শহীদুল ইসলাম বলেন, "আমরা সত্যি এনজিওদের কার্যক্রমকে সাধুবাদ জানাই এবং সরকারি উদ্যোগগুলোকে বাস্তবায়নের জন্য আপনাদের অবদান অনস্বিকার্য। ঢাকা জেলা প্রশাসনকে সহযোগিতা করার জন্য ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনকে সাধুবাদ জানাই"। ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের সাধারণ সম্পাদক ড. এসএম খলিলুর রহমান বলেন, "সংকটময় সময়ে সরকারের সাথে একযোগে কাজ করতে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন বদ্ধ পরিকর। এছাড়া মিশন ১৯৫৮ সালে প্রতিষ্ঠার পর থেকেই বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কার্যক্রমের পাশাপাশি সমাজের সুবিধাবঞ্চিত মানুষের জন্য কাজ করে যাচ্ছে।

কোভিড-১৯ প্রতিরোধে ঢাকা জেলা প্রশাসকের কাছে ফেস্ক মাস্ক হস্তান্তর

উল্লেখ্য, ডাম কোভিড-১৯ এ বাংলাদেশে আক্রান্ত হবার পর থেকেই ক্ষতিগ্রস্থ মানুষকে স্বাস্থ্যসেবাসহ সুরক্ষা সামগ্রী বিতরণ, নগদ অর্থ সহায়তাসহ খাদ্য সহায়তা কার্যক্রম বাস্তবায়ন করেছে এবং করে যাচ্ছে। অদ্যাবধি কোভিড-১৯ মহামারিতে ক্ষতিগ্রস্থ ২২,৩০৬টি পরিবারকে সরাসরি বিভিন্ন মানবিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে এবং চল্লিশ লক্ষ মানুষকে সচেতন করতে সহায়ক ভূমিকা রেখেছে। এছাড়াও ১৪টি সরকারি স্বাস্থ্যকেন্দ্র ও বে-সরকারি হাসপাতালে স্বাস্থ্য সুরক্ষা সামগ্রী বিতরণ করেছে এবং কোভিড-১৯ মোকাবেলায় জড়িত ৫,৫০৭ জনকর্মীর স্বাস্থ্য সুরক্ষা নিশ্চিত করা হয়েছে"।

৬৮টি কারাগারে কোভিড-১৯ প্রতিরোধে প্রস্তুতি ও মানসিক চাপ ব্যবস্থাপনা অনলাইন প্রশিক্ষণ সম্পন্ন

কোভিড-১৯ মহামারী মোকাবেলার অংশ হিসেবে দেশের ৬৮টি কারাগারের কারাভ্যন্তরে কর্মরত চিকিৎসক, স্বাস্থ্যকর্মী ও সাধারণ কর্মীদের কোভিড-১৯ প্রতিরোধে প্রস্তুতি ও মানসিক চাপ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক অনলাইন প্রশিক্ষণটি ৪ঠা নভেম্বর ২০২০ শেষ হয়েছে। জার্মান সরকার ও ব্রিটিশ সরকারের অর্থায়নে সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও জিআইজেড-এর যৌথ প্রকল্পের মাধ্যমে বাংলাদেশ কারা অধিদপ্তর ও ঢাকা আহছানিয়া মিশন 'কোভিড-১৯ প্রিপেয়ার্ডনেস ও স্ট্রেস ম্যানেজমেন্ট' শীর্ষক প্রশিক্ষণটির আয়োজন করেন। প্রশিক্ষণটি গত ১ জুলাই ২০২০ শুরু হয়ে সর্বমোট ১৭টি ব্যাচের মাধ্যমে ৩৪১ জন কারা কর্মকর্তা ও কর্মচারী প্রশিক্ষণটি প্রদান করে। প্রশিক্ষণটির পাঠ্যক্রম যৌথ ভাবে প্রস্তুত করেছে ঢাকা আহছানিয়া মিশন ও ইন্টারন্যাশনাল কমিটি ফর রেডক্রস (আইসিআরসি)।

প্রশিক্ষণের সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সুরক্ষা সেবা বিভাগের অতিরিক্ত সচিব মো. খায়রুল আলম সেখ। প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি বলেন, বাংলাদেশের কারাগারসমূহ বিশ্বের অনেক দেশের তুলনায় কোভিড-১৯ মহামারী মোকাবেলায় শক্ত অবস্থানে রয়েছে এবং এই প্রশিক্ষণ এখানে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কারাকর্মীদের বর্তমান পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য স্বাস্থ্য সুরক্ষার পাশাপাশি মনোবলও বৃদ্ধি পেয়েছে যা তাদের দায়িত্ব পালনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। কারা অধিদপ্তর এই ধরণের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম ভবিষ্যতেও অব্যাহত রাখবে এবং স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সুরক্ষা সেবা বিভাগ এ বিষয়ে সার্বিক সহযোগিতা করে যাবে।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি কারা মহাপরিদর্শক ব্রিগ্রেডিয়ার জেনারেল মো. মোমিনুর রহমান মামুন বলেন- 'মহামারীর শুরু থেকেই আমরা উপলব্ধি করেছি যে, কারাভ্যন্তরের চিকিৎসক, স্বাস্থ্য কর্মী ও সাধারণ কর্মীদের কোভিড-১৯ প্রতিরোধে করণীয় ও মানসিক চাপ ব্যবস্থাপনা বিষয়ে প্রশিক্ষণের প্রয়োজন। যার ফলে জিআইজেড-এর সহযোগিতায় ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন দেশের ৬৮টি কারাগারে পর্যায়ক্রমে প্রশিক্ষণটি পরিচালনা করেছে। প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীদের বর্তমান পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য যে মানসিক দৃঢ়তা তৈরি হয়েছে তা প্রশংসার দাবীদার এবং এ ধরনের প্রশিক্ষণের কোন বিকল্প নেই। এই প্রশিক্ষণ কারাকর্মীদের মহামারি পরিস্থিতি মোকাবেলায় মনোবল সুদৃঢ় করবে এবং প্রশিক্ষণলব্ধ জ্ঞান প্রতিদিনের স্বাভাবিক কার্যক্রম পরিচালনাকে আরো সহজতর করে তুলবে।

জিআইজেড বাংলাদেশ 'রুল অব ল' প্রোগ্রামের হেড অব প্রোগ্রাম, প্রমিতা সেনগুপ্ত বলেন, বাংলাদেশ সরকারের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও আইন মন্ত্রণালয়ের সাথে বিদ্যমান কারা আইন সংশোধনের উদ্যোগে ও জিআইজেড-এর কারিগরি সহায়তায় গৃহীত পদক্ষেপসমূহ কারাগারকে সংশোধনাগারে পরিণত করতে সহায়তা করবে। এই ধরনের প্রশিক্ষণে বিভিন্ন সহযোগী প্রতিষ্ঠানের অংশগ্রহণের মাধ্যমে যে অংশিদারীত্ব তৈরি হচ্ছে তা অদূর ভবিষ্যতে কারা সংস্কারে ভূমিকা রাখবে। মুহাম্মাদ রফিকুজ্জামান, গভর্নেন্স অ্যাডভাইজার এবং ডেপুটি টিম লিডার, গভর্নেন্স টিম, এফসিডিও জানান যে, এই ধরনের কার্যক্রমে ব্রিটিশ সরকারের সার্বিক সহযোগিতা সব সময় বিদ্যমান থাকবে। অনুষ্ঠানের স্বাগত বক্তব্য ও প্রশিক্ষণের অর্জন নিয়ে বক্তব্য প্রদান করেন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের স্বাস্থ্য ও ওয়াশ সেক্টরের পরিচালক ইকবাল মাসুদ।

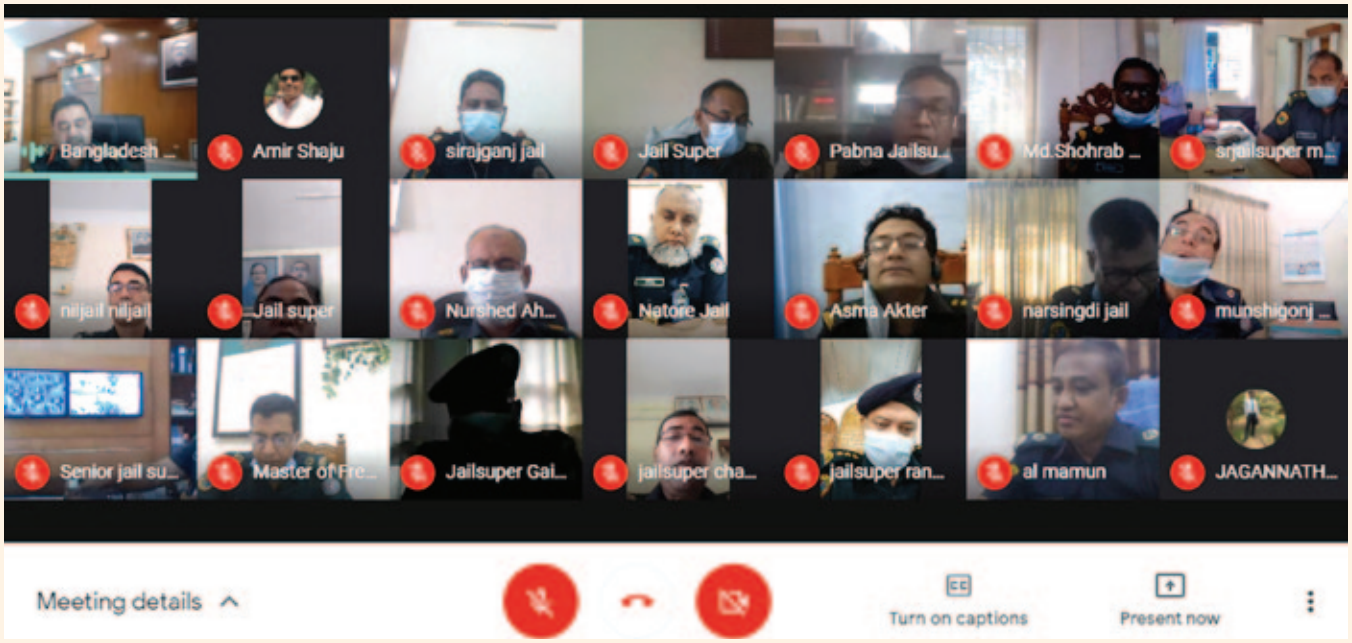

কোভিড-১৯ প্রতিরোধে প্রস্তুতি ও মানসিক চাপ ব্যবস্থাপনা অনলাইন প্রশিক্ষণের একটি মূহুর্ত

ঢাকা-৬ আসনের সংসদ সদস্য কাজী ফিরোজ রশিদের সাথে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের কর্মীবৃন্দ

তরুণ সমাজকে বাঁচতে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন সংশোধন প্রয়োজন-সাংসদ কাজী ফিরোজ রশীদ

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের স্বাস্থ্য সেক্টরের এক প্রতিনিধি দল ১১ নভেম্বর ২০২০সাবেক মন্ত্রী ও ঢাকা-০৬ আসনের সংসদ সদস্য কাজী ফিরোজ রশিদের সাথে সাক্ষাত করেন এবং সাক্ষাতকালে বর্তমান তামাক নিয়ন্ত্রণ আইনের দূর্বল দিক ও এর সংশোধনের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন স্বাস্থ্য সেক্টরের সহকারী পরিচালক মো. মোখলেছুর রহমান। তার এই আলোচনার সাথে কাজী ফিরোজ রশীদ, এমপি একমত প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, বিভিন্নভাবে প্রচার-প্রচারণা ও প্রদর্শনে তামাকজাত দ্রব্যের প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছে শিশু-কিশোর ও তরুণরা। সেই সাথে বর্তমানে তরুণরা আরো আকৃষ্ট হচ্ছেই-সিগারেটেবা এই ধরনের পণ্যের প্রতি। যা স্বাস্থ্যের মারাত্মক ক্ষতিসাধনসহ তরুণদের ঠেলে দিচ্ছে বিভিন্ন নেশাজাতীয় দ্রব্যের প্রতি। বিনষ্টের পথে তরুণ ও আগামী প্রজন্ম এবং দেশ হারাচ্ছে কর্মক্ষম জনগোষ্ঠী। তাই তরুণ সমাজকে রক্ষা করতে বর্তমান তামাক নিয়ন্ত্রণ আইনের সংশোধন প্রয়োজন এবং ই-সিগারেটেবা এ ধরনের পণ্য বাংলাদেশে নিষিদ্ধ করা, বিক্রয় কেন্দ্রে তামাকজাত দ্রব্যের প্রদর্শনসহ আইনের যেসকল দূর্বল দিক রয়েছে সেগুলোর সংশোধন করা প্রয়োজন।

এই সাংসদের সাথে সাক্ষাতের সময় আরো উপস্থিত ছিলেন ঢাকা আহ্ছানিয় ামিশন স্বাস্থ্য সেক্টরের তামাক নিয়ন্ত্রণ প্রকল্পের মিডিয়া ম্যানেজার মোহাম্মদ রুবায়েত এবং সিনিয়র প্রোগ্রাম অফিসার শারমিন রহমান। সাক্ষাতকালে ঢাকা আহছানিয়া মিশনের পক্ষ থেকে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন সংশোধন বিষয়ক তথ্যপত্র ও প্রস্তাবনাসমূহ হস্তান্তর করেন। প্রস্তাবনাসমূহ ছিল: ক) গণপরিবহন ও রেস্তোঁরাসমূহে শতভাগ ধূমপানমুক্ত পরিবেশ নিশ্চিতকরণে এসকল স্থানে স্মোকিং জোন নিষিদ্ধ করা ; খ) বিক্রয়কেন্দ্রে তামাকজাত দ্রব্য প্রদর্শন নিষিদ্ধ করা; গ) ই-সিগারেটের মতো ইমার্জিং টোব্যাকো প্রোডাক্টসমূহ আমদানি, বাজারাতকরণ ও বিক্রয়নিষিদ্ধ করা; ঘ) বিড়ি-সিগারেটের সিঙ্গেল স্টিকস বা খুচরা শলাকা এবং প্যাকেটবিহীন জর্দা-গুল বিক্রয় নিষিদ্ধ করা; ঙ) তামাক কোম্পানির 'সামাজিক দায়বদ্ধতা কর্মসূচি' বাসি এসআর কার্যক্রম নিষিদ্ধ করা; এবং চ) সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবার্তার আকার বৃদ্ধি করে ৫০% থেকে ৯০% এ উন্নিতকরণ এবং প্লেইন প্যাকেজিং প্রবর্তনের জন্য সবধরনের তামাকজাত দ্রব্যের প্রতি মোড়ক প্রচলন করা প্রভৃতি।

মাদকাসক্তি চিকিৎসাসেবা নিয়ে বিভ্রান্তি ও অপপ্রচার বন্ধের আহ্বান

মাদকাসক্তি চিকিৎসাসেবা নিয়ে বিভ্রান্তি ও অপপ্রচার বন্ধের আহবান জানিয়েছে মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কেন্দ্রের নেটওয়ার্ক 'সংযোগ'।

১৭ নভেম্বর ২০২০, 'সংযোগ'-এর উদ্যোগে রাজধানীর শ্যামলীস্থ ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের স্বাস্থ্য সেক্টরে আয়োজিত এক মত বিনিময় সভায় এ আহ্বান জানান নেটওয়ার্কের সদস্যরা।

তারা সঠিক তথ্য প্রমাণের ভিক্তিতে যেসব প্রতিষ্ঠান ও চিকিৎসক মাদকাসক্তি চিকিৎসার নামে বাণিজ্য করছে তাদের প্রতি দেশের প্রচলিত আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্যও অনুরোধ জানায়।

এদিকে,একজন রোগীর সামাজিক মর্যাদা অক্ষুন্ন রেখে সংবাদ পরিবেশনের জানায় অনুরোধ করেন নেটওয়ার্কের সদস্যরা। তারা বলেন,সম্প্রতি কিছু মিডিয়াতে রোগীর ছবি প্রকাশিত হওয়ায় অনেক অবিভাবক শঙ্কিত হয়ে পড়েছে।

সংযোগ সভাপতি ইকবাল মাসুদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত মতবিনিময় সভায় সংযোগের সহ-সভাপতি ফয়েজ আহমেদ, সাধারণ সম্পাদক শাহবুদ্দীন চৌধুরী সুমন, সংগঠনিক সম্পাদক রাশেদুজ্জামান রনি, কোষাধ্যক্ষ কামরুজ্জামান শাহীন ও অন্যান্য সদস্যগণ বক্তব্য রাখেন।

সভায় ইকবাল মাসুদ বলেন, ১৯৯০ দশকে বাংলাদেশে মাদক সমস্যা শুরু হয়, যে সমস্যাটি বর্তমান সময়ে প্রকট আকার ধারণ করেছে। আর এর অন্যতম একটি কারণ আন্তর্জাতিক মাদক চোরাচালানের একটি অন্যতম করিডোর হিসেবে বাংলাদেশ ব্যবহৃত হচ্ছে দীর্ঘদিন ধরে। মাদক নির্ভরশীলদের চিকিৎসা ও পুনর্বাসন একটি জটিল বিষয়। কারণ মাদকনির্ভরশীলতার কারণে একজন ব্যক্তির শারীরিক, মানসিক, আচরণ পরিবর্তন হয়ে থাকে যা কখনো কখনো এককভাবে একজন চিকিৎসার মাধ্যমে ভালো করা সম্ভব হয় না।

তিনি আরো বলেন, মাদক নির্ভরশীলদের চিকিৎসা শুধু মনোরোগের বিষয় নয়, মাদক নির্ভরশীদের চিকিৎসা হয় সমন্বিত প্রচেষ্টায়। এখানে যেমন প্রয়োজন মনরোগ বিশেষজ্ঞ তেমনি প্রয়োজন কাউন্সিলর, দক্ষ রিকভারী অর্থাৎ সুস্থ্যতাপ্রাপ্ত মাদকনির্ভরশীল ব্যক্তি ও অন্যান্য ব্যক্তিবর্গের। বিশ্বের যে প্রান্তের মাদকনির্ভরশীলদের চিকিৎসার দিকে দৃষ্টি দেইনা কেন, সেখানে দেখা যায় প্রতিটি মাদক নির্ভরশীল ব্যক্তিই ভিন্ন প্রকৃতির সমস্যা ও জটিলতার মধ্য দিয়ে যায়। তাই চিকিৎসা রোগীর ধরণ অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন হয়। একটা সমন্বিত দল মাদকনির্ভরশীলদের চিকিৎসাসেবায় জড়িত এবং সবার প্রচেষ্টায় একজন মাদক নির্ভরশীলকে সুস্থ্য করে তোলা হয়।

সাতক্ষীরা পৌরসভা ভবনে ব্রেস্ট ফিডিং ও বেবি কেয়ার কর্ণার উদ্বোধন

ব্রেস্ট ফিডিং ও বেবি কেয়ার কর্ণার ফিতা কেটে উদ্বোধন করেন প্যানেল মেয়র ফারহা দীবা খান সাথী

সাতক্ষীরা পৌরসভার আয়োজনে ও ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের সহযোগিতায় ২৭ ডিসেম্বর ২০২০ সাতক্ষীরা পৌরসভা ভবনে একটি ব্রেস্ট ফিডিং ও বেবি কেয়ার কর্ণার উদ্বোধন করা হয়। উক্ত উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ফিতা কেটে উদ্বোধন করেন প্যানেল মেয়র ফারহা দীবা খান সাথী এবং ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের স্বাস্থ্য ও ওয়াস সেক্টরের পরিচালক ইকবাল মাসুদ। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন কাউন্সিলর ৪,৫,৬ নং ওয়ার্ড (সংরক্ষিত) অনিমা রাণী, কাউন্সিলর ৯নং ওয়ার্ড শেখ শফিক- উদ-দৌলা (সাগর), কাউন্সিলর ৫নং ওয়ার্ড মো: শাহিনুর রহমান, সচিব মো. সাইফুল ইসলাম বিশ্বাস, বস্তি উন্নয়ন কর্মকর্তা মো. জিয়াউর রহমান ও উপস্থিত ছিলেন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের হেলথ এন্ড নিউট্রেশন ভাউচার স্কিম ফর পুওর,এক্সট্রিম পুওর এন্ড সোশ্যালি এক্সক্লুডেড পিপল (পেপসেপ) প্রকল্পের এলাকা ব্যবস্থাপক সৈয়দ মিজানুর ইসলাম এবং সংস্থার স্বাস্থ্য ও পুষ্টি বিষয়ক কার্যক্রমের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা । ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের স্বাস্থ্য ও ওয়াস সেক্টরের পরিচালক ইকবাল মাসুদ তার বক্তব্যে বলেন "শিশুরা মায়ের দুধ খেলে তাদের মস্তিষ্কের গড়ন ভালো হয়, তাদের স্নায়ুতন্ত্রের বিকাশ সুস্থ হয়, সহজে ডায়রিয়া হয়না, অ্যাজমা জাতীয় রোগ হয়না এবং শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলো সুস্থভাবে বিকশিত হয়।

উদ্বোধন হলো 'ব্লাড ব্যাংক'

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন পরিচালিত মিরপুর নগর মাতৃসদন কেন্দ্রে প্রসূতি মায়েদের প্রয়োজনিয় রক্ত সরবরাহ এবং স্বেচ্ছায় রক্তদানকে উৎসাহিত করতে ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনের তত্বাবধানে পরিচালিত আরবান প্রাইমারী হেলথ কেয়ার সার্ভিসেস ডেলিভারী প্রকল্পে ২১ ডিসেম্বর, ২০২১ উদ্বোধন হলো 'ব্লাড ব্যাংক'। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের সভাপতি কাজী রফিকুল আলম এবং বিশেষ অতিথি ছিলেন প্রকল্প পরিচালক ও অতিরিক্ত সচিব আবদুল হাকিম মজুমদার এবং ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনের প্রধান স্বাস্থ্য কর্মকর্তা ব্রি.জেনারেল (ডা.) মো. জোবায়েদুর রহমান। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের স্বাস্থ্য ও ওয়াশ সেক্টরের পরিচালক ইকবাল মাসুদ ও প্রকল্পের চিকিৎসক, কর্মকর্তাবৃন্দ।

বিশ্ব স্তন ক্যান্সার সচেতনতা মাস উদযাপন

অক্টোবর মাস বিশ্ব স্তন ক্যান্সার সচেতনতা মাস। এ উপলক্ষে আহছানিয়া মিশন ক্যান্সার এন্ড জেনারেল হাসপাতাল এর উদ্যোগে গত ৪ নভেম্বর ২০২০ বুধবার উত্তরাস্থ হাসপাতালে এক বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের মাননীয় সচিব মো. আলী নূর। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ঢাকা আহছানিয়া মিশনের সভাপতি কাজী রফিকুল আলম। অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন ঢাকা আহছানিয়া মিশনের সাধারন সম্পাদক ড. এস এম খলিলুর রহমান, হাসপাতালের ব্যবস্থাপনা পরিচালক বিগ্রে. জেনা. (অব.) অধ্যাপক মো. আব্দুল করিম খান। অনুষ্ঠানে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন হাসপাতালের সিনিয়র কনসালট্যান্ট ও হেড অব ক্লিনিক্যাল অনকোলজি অধ্যাপক ডা. এ.এম.এম. শরিফুল আলম।

স্তন ক্যান্সার সচেতনতার উপর বিশেষ আলোচনা করেন হাসপাতালের অনকোলজি বিভাগের কনসালট্যান্ট ডা. সুরা যুকরূপ মমতাহেনা।

ডাম প্রেসিডেন্টের ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের কক্সবাজারস্থ কার্যক্রম পরিদর্শন করেন স্থানীয় সকারি কর্মকর্তার সঙ্গে

ডাম প্রেসিডেন্টের কক্সবাজারের কর্মসূচি পরিদর্শন

২৫ এবং ২৬ নভেম্বর ২০২০ ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন (ডাম) পরিচালিত কক্সবাজারে শিক্ষা প্রকল্পের বিভিন্ন কার্যক্রম পরিদর্শন করেন ডাম প্রেসিডেন্ট কাজী রফিকুল আলম। ২৫ নভেম্বর ২০২০ তিনি উখিয়া উপজেলার ১৩ নং ক্যাম্পের ৪৬০ নং লার্নিং সেন্টার পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনকালে তিনি টিচার লার্নিং সার্কেল (টিএলসি) এ অংশগ্রহণকারী শিক্ষকদের সাথে মতবিনিময় করেন। এছাড়া তিনি কোভিড-১৯ সময়ে ক্যাম্প পর্যায়ে এবং লার্নিং সেন্টারের চলমান কার্যক্রম সম্পর্কে অবগত হন।

২৬ নভেম্বর ২০২০ তিনি এ্যাডোলোসেন্ট প্রকল্পের আওতায় রামু উপজেলার ধেছুয়াপালং এমপিসি পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনকালে সেখানে তিনি ভোকেশনাল ট্রেডের টেইলরিং, ব্লক বুটিক, মোবাইল এবং কম্পিউটার সার্ভেসিং ট্রেডের ক্লাসরুম ঘুরে দেখেন। বিভিন্ন ট্রেডের কোর্স সমাপনী শিক্ষার্থীদের সাথে তিনি কথা বলেন।

মাল্টিপারপাস সেন্টার পরিদর্শন শেষে তিনি কক্সবাজার এডুকেশন সেক্টরের বালুখালী প্রকল্প সাব অফিসে কক্সবাজার জেলায় চলমান ইএনবিসি, এমপিসি এবং এএলপি প্রকল্পের মাসিক সমন্বয় সভায় অংশগ্রহণ করেন। ইএনবিসি শিক্ষা প্রকল্পের টেকনিক্যাল অফিসার মো. আলমগীর হোসেন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনে চাকরীর মেয়াদ ২৫ বছর সম্পন্ন করায় ডাম ক্লাব-২৫ এর সদস্য হওয়ায় ডামের প্রেসিডেন্ট তাকে ফুলের শুভেচ্ছা জানান।

মাসিক সমন্বয় সভা শেষ করে তিনি উখিয়া প্রকল্প অফিস পরিদর্শন করেন।

কক্সবাজারে ২দিনের কর্মসূচি পরিদর্শনকালে তার সফরসঙ্গী হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের স্বাস্থ্য ও ওয়াশ সেক্টরের পরিচালক ইকবাল মাসুদ, হেড অব এডুকেশন্ এন্ড টিভেট সেক্টর মো. সাহিদুল ইসলাম এবং প্রোগ্রাম ফোকাল পারসন কক্সবাজার মো. হানেফ আলী।

কাপ-আপ প্রকল্পের ওরিয়েন্টেশনে বক্তব্য রাখছেন কাজী রফিকুল আলম

কাপ-আপ প্রকল্পের ওরিয়েন্টেশন

৯ নভেম্বর ২০২০ কাপ-আপ প্রকল্পের ৪ দিনব্যাপি প্রকল্প ওরিয়েন্টেশনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হলো ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন পরিচালিত ডিএফইডি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে।

অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের প্রেসিডেন্ট কাজী রফিকুল আলম। উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ডামের সাধারণ সম্পাদক ড. এস এম খলিলুর রহমান ও নির্বাহী পরিচালক ড. এম এহছানুর রহমান।

ড. এস. এম খলিলুর রহমান বলেন, যদিও আমরা সরাসরি কার্যক্রমের সাথে জড়িত নই বা হস্তক্ষেপ করিনা কিন্তু আমাদের মনিটরিং থাকে। আমরা নিয়মিত ফিল্ড ভিজিট করি। তাই সকলকে অনুরোধ জানাবো আপনারা আপনাদের কাজ নিয়মিত করবেন এবং অত্যন্ত মনোযোগের সাথে করবেন।

নির্বাহী পরিচালক ড. এম এহছানুর রহমান বলেন, এটাই আইএসডিবির সাথে প্রথম কাজ। তাই আমরা আমাদের সর্বোচ্চ দিয়ে কাজ করবো। তিনি আরো বলেন, শিক্ষার্থীদের শুধু লেখা-পড়াই নয় তাদের সামাজিক উন্নতি, সামাজিক পরিবর্তন, জীবন মানের উন্নয়নসহ সব কিছুই রিপোর্টের মধ্যে আনতে হবে। নিয়মিত তা ফলো আপ করতে হবে।

হেড অব এডুকেশন এন্ড টিভেট মো. সাহিদুল ইসলাম স্বাগত বক্তব্যে বলেন, আমরা সকলে আজ একসাথে মিলিত হয়েছি এক নব আনন্দে।

কাপ-আপ প্রকল্পের প্রকল্প ব্যবস্থাপক মো. মোদাচ্ছের হোসেন মাসুমের সভাপতিত্বে ওরিয়েন্টেশনের অনুষ্ঠানের উদ্বোধনী অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে দাতা সংস্থা কাপ-আইএসডিবি প্রতিনিধি মুস্তাফিজুর রহমান সিদ্দিকি এবং নুরুন্নাহার ফায়জুন্নেছা অংশগ্রহণ করেন।